বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১১৪৫৫/২০১৮

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ

-----দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ ও অন্যান্য

-----প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ

-----দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ ইমাম হাছান

-----৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট অফিল উদ্দিন আহমেদ

---৮-১৯ নং প্রতিপক্ষগণ পক্ষে

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুনী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভেকোট সায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট আফিফা বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল

-----রাষ্ট্র পক্ষে।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

শুনানীর তারিখ ঃ ২৭.০১.২০২১, এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ৩০.০৬.২০২১।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

হাতিরঝিলসহ তেজগাঁও এলাকায় অনেক ভূ-সম্পত্তি ভাওয়াল রাজার এস্টেট এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজার হাতির পাল এই ঝিলে স্নান করতো এবং জলে বিচরণ করতো বলে, কালের পরিক্রমায়, এর নাম হয় **‘হাতিরঝিল’**।

বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল প্রকল্পটি ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। ১,৯৭১.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩০২ একর জমির উপর এ প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত। প্রকল্প এলাকার মোট ১৬ কি.মি. রাস্তায় কোন বাস অথবা মিনিবাস চলাচলের অনুমতি ছিল না। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৫/২০০৯ তম সভায় অনুমোদিত লে-আউট প্লানে প্রস্তাবিত ওয়াকওয়ে ও রোডওয়ে এলাইনমেন্ট ব্যতিত অন্য কিছু ছিল না। প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন, বৃষ্টি বন্যা জনিত পানি ধারন, বৃষ্টির পানি পয়ঃ নিস্কাশন ও নগর এর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে এবং সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

খালগুলোর জন্য প্রস্তাবিত সুবিশাল লেকটি একটি নিয়ন্ত্রিত ‘হাইড্রোলিক সিস্টেম’ হিসাবে কার্যকর হয়। এতে ঐ এলাকার ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ও সৌন্দর্যমন্ডিত পাবলিক স্পেসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। রমনার পাশাপাশি একটি সুবিশাল নীল জলাধার বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানের অভাব লাঘব হয় যা বিশ্বের কাছে ঢাকা মহানগরীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

দরখাস্তকারী হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ১০.০৯.২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানোপূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *“Let the supplementarty affidavit constitute the part of the main application.*
>
> *Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the failure/inaction of the respondents to protect the Hatirjhill Begumbari Project as per it’s original layout plan should not be declared illegal and without lawful authority and is of no legal effect and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.*
>
> *The Rule is made returnable within 4(four) weeks from date.*
>
> *Subject to disposal of the Rule Nisi, let the Respondent No.3-6 are directed to evict/demolish all unauthorized establishments restaurants (as reported in media as of annexure-A) built not in accordance with the project plan within 7(seven) days from date of receipt of*

> *the order and to submit a compliance report within 2(two) weeks before this court positively.*
>
> *The Respondent Nos. 3-5 are further directed to monitor the Hatirjheel project area regularly so that no one can set up any establishment violating the layout plan.*
>
> *The office is directed to serve the notice upon the respondents at the cost of the office."*

অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এই যে,

বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল প্রকল্পটি মূল লেআউট প্লান অনুযায়ী সংরক্ষণে প্রতিপক্ষগণের "নিস্ক্রিয়তা" কেন আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উক্ত নিস্ক্রিয়তা এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই মর্মে কেন ঘোষণা করা হবে না এবং হাতিরঝিলের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ আইনের ধারা প্রতিপক্ষগণের করনীয় কার্যহেতু কেন তৎমর্মে নির্দেশ প্রদান করা হবেনা মর্মে অত্র রুলটি ইস্যু করা হয়েছিল।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন।

অপরদিকে ৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ইমাম হাছান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, হাতিরঝিল প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিডি অনুযায়ী জানুয়ারী, ২০১৭ সাল হতে উক্ত খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় হাতিরঝিল প্রকল্পের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা বাধাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় প্রকল্পটি সাসটেইনেবল করার লক্ষ্যে আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রস্ড়াবিত বিভিন্ন আর্নিং ফ্যাসেলিটিজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকার ও রাজউক এর সিদ্ধান্ত/সুপারিশের প্রেক্ষিতে চক্রাকার বাস সার্ভিস, স্থায়ী ফুড কিয়স্ক, অস্থায়ী মোবাইল ফুড কিয়স্ক, কার পার্কিং, অটো কার ওয়াশ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, চিলড্রেন পার্ক, পাবলিক টয়লেট, ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস সহ আর্নিং ফ্যাসেলিটিজসমূহ স্বল্প সময়ের মধ্যে লীজ প্রদানের মাধ্যমে চালু করার বিষয়ে রাজউক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (এসডব্লিউ-পশ্চিম) এর সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজউক এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জি এম জয়নাল আবেদীন ভূইয়া, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোঃ মজিবুর রহমান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেজর জেনারেল সাইদ, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জুবায়ের, লে. কর্ণেল আনোয়ার, মেজর শাকিল, এসআইও-ওয়েস্ট মেজর মোঃ আমির হোসেন খান, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সুশান্ড় কুমার পাল, আইএমইডি এর পরিচালক আ. ন. ম. রোকনুদ্দিন, ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মামুন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস. এম আরিফুর রহমান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান মোঃ মতিউর রহমান, রাজউক এর সদস্য উন্নয়ন নাইম আহমেদ খান, রাজউক এর প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ হাফিজুর রহমান মুন্সী এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাতিরঝিল প্রকল্পকে সাসটেইনেবল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ-

“ক) হাতিরঝিল প্রকল্পের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে হাতিরঝিল প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) এবং রাজউক এর সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রকার Earning Facilities বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে চক্রাকার বাস সার্ভিস, ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস, স্থায়ী/ অস্থায়ী/ বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক এর জন্য ২৭ টি স্থান, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, পাবলিক টয়লেট, চিলড্রেন পার্ক ইত্যাদি। বিগত ২৮শে, জানুয়ারী ২০১৫ ও ৬ই এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে যথাক্রমে মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান রাজউক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় লীজ প্রদানের মাধ্যমে Earning Facilities সমূহ চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) এর সুপারিশক্রমে রাজউক কর্তৃপক্ষের ০৪/২০১৭ এবং ১৫/২০১৭ তম সভায় Earning Facilities সমূহ বাস্তবায়নের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে হাতিরঝিল প্রকল্পের মূল লে-আউট নক্‌শায় অন্তর্ভূক্ত করনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যেহেতু প্রকল্পটি চলমান রয়েছে প্রকল্পটি সমাপ্তির পর সংশোধিত লে-আউট নকশায় উল্লিখিত Earning Facilities সমূহের স্থাপনা অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

খ) প্রকল্পটি উদ্বোধনের পর জনগণের চাহিদা ও প্রকল্পের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেশ কিছু উপাদান প্রকল্পে যুক্ত হয় যার মধ্যে আলোচ্য Earning Facilities সমূহ অন্যতম।

গ) দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল প্রকল্প সংরক্ষণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ-

I. হাতিরঝিল প্রকল্প পরিচালনার জন্য “হাতিরঝিল অথরিটি” প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

II. হাতিরঝিল প্রকল্পের আওতায় গুলশান আড়ং এর সামনে ১০ তলা কারপার্কিং ও ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

III. হাতিরঝিল রক্ষার্থে সীমানা লাইন বরাবর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।

IV. প্রকল্পের অভ্যন্তরে জনসাধারনের চলাচলের জন্য সার্কুলার বাস সার্ভিস ও ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস চলমান রয়েছে।

V. প্রকল্পে আগত দেশী-বিদেশী দর্শণার্থীদের বিনোদনের জন্য স্থায়ী/ অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, রেষ্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, চিলড্রেন পার্ক ইত্যাদি রয়েছে।

VI. নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গার্ডেনিং কাজের জন্য আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে লোকবল নিয়োজিত করা হয়েছে।

VII. হাতিরঝিল প্রকল্পের মেয়াদ শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যাদি রাজউক কর্তৃক সম্পাদনের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

VIII. দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল প্রকল্প রক্ষার্থে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

IX. হাতিরঝিল প্রকল্পের লেকে পানি পরিশোধনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড) কর্তৃক জুন, ২০১৯ এর মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

X. হাতিরঝিল জলাধারের অখন্ডতা রক্ষা এবং ভবিষ্যত বেদখল হতে রক্ষার জন্য জলাধার সংরক্ষণ আইনের আওতায় সংরক্ষিত জলাধার হিসাবে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

XI. হাতিরঝিল বনায়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের নিমিত্তে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতয়ায় এলাকাটিকে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে বিবেচনার পরিকল্পনা রয়েছে।

XII. হাতিরঝিল প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে এর সার্বিক কার্যক্রম রাজউক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

একটি দৃষ্টি নন্দন জলাধার এবং সবুজের সমারোহ পরিপূর্ণ উন্মুক্ত স্থান হওয়ায় দেশি বিদেশি পর্যটক ও নগরবাসীর কাছে হাতিরঝিল প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। নগরবাসীর কাছে নান্দনিক এই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য পুরো প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য রাজউক এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্রেডকে এই প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব দিয়ে বার্ষিক রক্ষণা-বেক্ষণ এবং একটি পরিচালনা স্কীম গঠন করা হয়েছে।

হাতিরঝিলের রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠভাবেই করার জন্যই সেনাবাহিনীর হাতে এই প্রকল্পের ভার দেয়া হয়েছে এবং সেনাবাহিনী সুন্দরভাবে প্রকল্পটি পরিচালনা করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'এডরা' ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, স্থাপত্য পরিবেশ ও প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যের পারস্পারিক নির্ভর সামঞ্জস্য গবেষণা এবং উন্নয়ণ আর পেশা ও শিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত। 'গ্রেট প্রেসেস অ্যাওয়ার্ড' তাদের একটি উদ্যোগ। যার মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবীদের পরিবেশ উত্তরণে উদ্ভাবনী উৎকর্ষকে সম্মানিত করে। উক্ত সংস্থা পরিসর পরিকল্পনা ক্যাটাগরীতে 'গ্রেট প্রেসেস এওয়ার্ড' প্রদানের জন্য হাতিরঝিল প্রকল্পকে মনোনীত করেণ। নগর পরিবেশ আর গণপরিসর সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে এটি একটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা।

হাতিরঝিল প্রকল্পে যে সকল স্থায়ী অস্থায়ী স্থাপনা রয়েছে তা লে-আউট প্লানের সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে বরং লে-আউট প্লান প্রস্তুতকারী, প্রণয়নকারী সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ টিমের মতামত গ্রহণ করে লে-আউট প্রস্তুতের পরে দুইটি ইউলুপ, দুইটি ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল, প্রকল্পের অভ্যন্ড়রে বাস সার্ভিস, তিনটি পাবলিক টয়লেট, ওভারপাস ও ট্যাক্সি টার্মিনাল এলাকায় ফুড কিয়স্ক, গাড়ি পার্কিং, এমপি থিয়েটার, ভাসমান রেস্ড়োরা ইত্যাদি ফ্যাসেলিটিজ এর পরিকল্পনা ও ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উক্ত প্রকল্প শুরু হতেই অদ্যাবধি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রন করছে। লে-আউটের সহিত অসমাঞ্জস্য কোন কার্যক্রম অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয় নাই। সরকারের একটি উন্নয়ন প্রকল্পকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য উক্ত রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

অত্র রীট পিটিশন এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করা হলো। অপরদিকে, ৩নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামা এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্ত পর্যালোচনা করা হলো।

দরখাস্তকারী, ৩, ৮ এবং ৯নং পতিপক্ষগণের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৫.০২.২০১৫ তারিখের ‘বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন’ প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি ও উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-2

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

স্মারক নং- গৃওপূম/পরি-৩/১(১২)/২০০২(অংশ-৩)/৫৩ তারিখঃ ২৫/০২/২০১৫

বিষয়: ‘বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন’ প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি ও উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি এর সভাপতিত্বে গত ২৮/০১/২০১৫ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হ’ল।

সংযোজনীঃ বর্ণনা মোতাবেক (কার্যবিবরণী)।

স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
২৫.০২.২০১৫
(মোঃ গোলাম মোছাদ্দেক)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৪৯৬০২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার বিত্তিতে নয়)ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৩। মেজর জেনারেল আবু সাইদ মোঃ মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক (SWO), “বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিলের সমন্বিত উন্নয়ন”, মহানগর আর্মি ক্যাম্প, বাগিচারটেক, ঢাকা।
৪। বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

৫। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৬। সগস্য (উন্নয়ন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৭।প্রধান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৮। ড. মোঃ মজিবুর রহমান, টীম লিডার, বুয়েট স্টাডি টীম, 'বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন' প্রকল্প ও অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
৯। প্রকল্প পরিচালক, "বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন", রাজউক ভবন, ঢাকা। ১০। প্রকল্প পরিচালক (এলজিইডি), বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। প্রকল্প পরিচালক (ঢাকা ওয়াসা), বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিলের সমন্বিত উন্নয়ন, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা।

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ড় সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ড় সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২২.০২.২০১৫ তারিখের 'বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ও উদ্ভুত সমস্যাদি নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-2-1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

বিষয়ঃ 'বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ও উদ্ভুত সমস্যাদি নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি এর সবাপতিত্বে গত ২৮/০১/২০১৫ তাপিখে রাঝধানী উন্নয়ন কর্তপক্ষ (রাজউক) এর আওতায় বাস্ড়বায়নাধীন 'বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং উদ্ভুত সমস্যাদি নিরসনকল্পে একটি পর্যালোচনা সভা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত রয়েছে।

২.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুর্ করেন। অতঃপর সভাপতির আহবানে মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান প্রকল্পটি সভায় উপস্থাপন করেন।

২.১ উপ-প্রদান বলেন যে, আলোচ্য মূল প্রকল্পটি ১৪৭৩.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ মেয়াদে বাস্ড়বায়নের জন্য গত ০৮/১০/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে একনেক কর্তৃক ১ম ও ২য় সংশোধনের ধারবাহিকতায় প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন গত ১৩/১১/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২২৩৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্ড়বায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনের মূল কারণ ছিল

প্রকল্পের ২টি U-Loop নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ৮.৯২ একর অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ, ১৫ তলা ফাউন্ডেশনসহ ০৩ তলা Preservation and Management Unit Building এর ব্যয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেইট সিডিউল-২০১১ অনুযায়ী পুনঃনির্ধারণ, দাসের কান্দিতে Water Treatment Plant চালু না হওয়া পর্যন্ড় Main Diversion এর Down Stream এ ১টি Interim Pumping System নির্মাণসহ ১০টি পাম্প স্থাপন, বিভিন্ন এলাকার ভাসমান ময়লা সংশিণ্ডষ্ট খালের মাধ্যমে লেকে পতনের ফলে পানি দূষণ রোধ এবং Main Diversion Line এ Sludge জমে যেন প্রবাহ বাধাগ্রস্ড় না হয় সেজন্য Special Sewerage Diviersion Structure (SSDS) এর মুখে নতুন অংগ হিসেবে Mechanical Screen স্থাপন, লেকের পানি গুনগত মান ঠিক রাখার জন্য নতুন অংগ হিসেবে ২০টি Fountain ও ৪টি Aerator স্থাপন ইত্যাদি। পরবর্তীতে এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতাসহ দক্ষিণ দিকের U-Loop নির্মাণে জমি অধিগ্রহণে জটিলতা থাকায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত বাস্ড়বায়নকাল জুন ২০১৫ পর্যন্ড় বৃদ্ধিও জন্য প্রস্ড়াব করা হলে গত ২৮/০৮/২০১৪ তারিখে প্রস্ড়াবটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পটির অনুমোদিত দলিলে ৩১১.৭৯ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১২৩৯.৪০ কোটি এবং স্থাপনার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৯৬.০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রাপ্যসমুদয় অর্থ ২৬৮.৮১ কোটি টাকা এডিপিতে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৩৪.৪০ কোটি টাকা এবং ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ড় আর্থিক অগ্রগতি ১১৪.২৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৪২.৫০%। এছাড়া ছাড়কৃত অর্থের অবশিষ্টাংশ জমি অধিগ্রহণের জন্য অব্যয়িত আছে। প্রকল্পটির ক্রমপঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯২.৫০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%। এ পর্যায়ে তিনি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা ৪র্থ সংশোধন প্রস্ড়াবের উপর আলোচনার জন্য সভায় পেশ করেন।

২.২ সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (SWO-পশ্চিম) এর প্রকল্প পরিচালক জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের কার্যক্রম প্রায় সমাপ্তির পথে। তবে সরেজমিনে বাস্ড়বায়নকালে উদ্ভুত কতিপয় সমস্যার কারণে প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। উক্ত সমস্যাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৪/০১/২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রকল্প সাইটে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ সমাপ্তির বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয় মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের স্থানের জমিতে আরটিভির মালিকানা সংক্রান্ড় জটিলতা নিরসনকল্পে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাজউকের সাথে আরটিভি কর্তৃপক্ষের MOU স্বাক্ষর হতে পারে। উক্ত ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন এবং প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ SWO-পশ্চিম এর মাধ্যমে নির্মাণের সিদ্ধান্ড়টি সভায় বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৫ তলা ফাউন্ডেশনে ০৩ (তিন) তলা ভবন নির্মানের জায়গাটির প্রশস্থতা কম হওয়ায় বাস্ড়বতার নিরিখে ১০ (দশ) তলা ফাউন্ডেশনে ১০ (দশ) তলা ভবন নির্মাণ করা যায়। এছাড়া প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ খাতের সাশ্রয়কৃত প্রায় ১৬০.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের বর্ধিত ব্যয়সহ প্রকল্প সমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ড় অন্যান্য উপ-খাতের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে ডিপিপির আন্ড়খাত সমন্বয় করা প্রয়োজন। তিনি অবহিত করেন যে, মহানগর আর্মি ক্যাম্পের ব্যবহৃত প্রায় ০৬ বিঘা জমি হাতিরঝিল প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রয়োজন। তিনি প্রকল্পের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ বাস্ড়বতার প্রেক্ষিতে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর SWO-পশ্চিম এর তত্ত্বধানে প্রকল্প মেয়াদকালীল সময় পর্যন্ড় চলমান রাখার

এবং U-Loop অংশের ক্ষতিগ্রস্ড় ভূমি মালিকদের রাজউক কর্তৃক পণ্টট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

২.৩ SWO -পশ্চিম এর প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, হোটেল সোনারগাঁও এর পিছনে হাতিরঝিলের পানির গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ETP অথবা Aquatic Treatment Plant স্থাপন করা যেতে পারে, যা জমি অধিগ্রহণ খাতে সাশ্রয়কৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা যাবে। অত:পর তিনি ০৪/০১/২০১৫ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ড়সমূহ বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।

২.৪ SWO-পশ্চিম এর প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য আয় থেকে ব্যয়ের প্রস্ড়াবনার আওতায় সমাপ্ত Earning Facilities সমূহ যথাঃ ২টি Water Taxi টার্মিনাল, প্রকল্পের অভ্যন্ড়রে বাস সার্ভিস, ৩টি পাবলিক টয়লেট, ওভারপাস ও ট্যাক্সি টার্মির্নাল এলাকায় Food Kiosk ইত্যাদি দ্রুত লীজ প্রদানের মাধ্যমে চালু করার প্রস্ড়াব করেন। এছাড়া গাড়ী পার্কিং, এ্যাম্ফিথিয়েটার ও ভাসমান রেস্ড়েরা ইত্যাদির Facilities এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর লীজ/ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন যে, এ্যাম্ফিথিয়েটার নির্মাণ, ভায়াডাক্ট-৩ এর পার্শে গুলশান লেক সংযোগস্থলে জমি অধিগ্রহণ, বৌ-বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সাত রাস্ড়ার সংযোগ সড়ক প্রশস্থকরণে জমি অধিগ্রহণ, হাতিরঝিল লেকে বিদ্যমান মসজিদ/মাদ্রাসা স্থানান্ড়রে উদ্ভুত মামলার নিস্পত্তিকরণ, ভায়াডাক্ট-৩ এর প্রস্ড়াবিত সাইটে ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, বিটিসিএল এর ইউটিলিটি লাইন স্থানান্ড়রকরণ এবং ইউ-লুপ (উত্তর/দক্ষিণ) এর জমি অধিগ্রহণ, দখল হস্থান্ড়র ও স্থাপনা উচ্ছেদেও জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত ১৮ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ড় মেয়াদ বর্ধিত করা প্রয়োজন। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আন্ড়ঃখাত সমন্বয় পূর্বক ৪র্থ সংশোধন প্রস্ড়াব অনুমোদনের প্রয়োজন হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। তিনি প্রকল্পের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্থপতি ইকবাল হাবিবের প্রস্ড়াব অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করে প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রস্ড়াব করেন।

২.৫ বুয়েটের টীম লিডার অধ্যাপক ড. মোঃ মুজিবুর রহমান হাতিরঝিল লেকের পানির গুণগত মান উন্নয়নের বিষয়ে জানান যে, সোনারগাঁও হোটেলের পিছনে Up Stream এ পান্থপথ হতে আগত Sewerage মিশ্রিত পানিকে আলাদা করা না গেলে লেকের পানির মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এ জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন সভায় ঢাকা ওয়াসা'কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলেও ঢাকা ওয়াসা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই পান্থপথ বক্স কালভার্ট হতে আগত স্যুয়ারেজ মিশ্রিত পানি আলাদা করার জন্য ঢাকা ওয়াসা'কে অনুরোধ জানানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতায় Sewerage ডাইভারশন লাইন নির্মিত হওয়ায় ঢাকা ওয়াসা পান্থপথ Up Stream এর লাইন আলাদা করতে পারবে। এছাড়া হাতিরঝিল প্রকল্পের আওতায় একটি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট পণ্ট্যান্ট তৈরীর সংস্থান রেখে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক SWO-পশ্চিম এর মাধ্যমে বাস্ড়বায়ন করার জন্য তিনি অভিমত দেন, যেখানে প্রয়োজনে বুয়েট কর্তৃক Study ও Design করা যেতে পারে।

২.৬ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পটির আন্ড়ঃখাত সমন্বয়সহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্ড়াব বাস্ড়বায়নের জন্য ডিপিপি'র ৪র্থ সংশোধন প্রয়োজন হবে এবং এজন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বিশেষ

অনুমতিক্রমে প্রস্তাব পেশ করতে হবে। তিনি বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ জুন ২০১৫ এ যে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব তা শেষ করে প্রকল্প সমাপ্ত করা এবং অসমাপ্ত কাজসমূহের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে অভিমত দেন।

২.৭ আইএমইডি'র প্রতিনিধি জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পটি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। ইতোপূর্বে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের সময় প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা যাবে না মর্মে শর্তারোপ করা হয়েছিল। তাই প্রকল্পটির মেয়াদ আর বর্ধিত না করে নির্ধারিত মেয়াদান্তে অসমাপ্ত কাজসমূহ নতুন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের পক্ষে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

২.৮ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসমূহ বাস্তবতার নিরিখে সম্পন্ন করতে হবে। তিনি প্রকল্পের ডিপিপি ৪র্থ সংশোধনের বিষয়ে বিদ্যমান পরিপত্রে কোন বাধা আছে কিনা জানতে চাইলে পরিকল্পনা কামিশনের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তিনি প্রকল্প হতে প্রত্যাশিত সুফল লাভের জন্য উপস্থাপিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি পুন:সংশোধনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে এ বিষয়ে পরিপত্র অনুযায়ী কোন বাধা থকালে কিংবা ৪র্থ সংশোধন সম্ভব না হলে পরবর্তীতে বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনা যাবে।

২.৯ সভাপতি প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহকে অত্যন্ত সময়োপযোগী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, প্রকল্পটি দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের পরিচিতি বহন করছে। তাই এর দ্রুত ও সফল বাস্তবায়ন একান্ত কাম্য। এ বিষেয়ে তিনি চেয়ারম্যান, রাজউক ও প্রকল্প পরিচালক (SWO-পশ্চিম)-কে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে দ্রুত আলোচনা করে প্রকল্পে ৪র্থ সংশোধনের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ এ বিষয়ে ঐকমত পোষণ করেন।

৩.০ সিদ্ধান্ত/সুপারিশঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত /সুপারিশ গ্রহণ করা হয় :

৩.১ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের বর্ধিত ব্যয়সহ প্রকল্পের অন্যান্য উপ-খাতের পরিবর্তিত ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আঃখাত সমন্বয় এবং মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ৪র্থ সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, রাজউক ও প্রকল্প পরিচালক (SWO-পশ্চিম) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.২ প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধনীর বিষয়ে বিশেষ অনুমতি পাওয়া না গেলে নির্ধারিত মেয়াদ জুন ২০১৫ এ যে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব তা শেষ করে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে এবং অসমাপ্ত কাজসমূহ নতুন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৩ প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর এবং ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন নির্মাণ কাজ ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে সেনাবাহিনীর SWO-পশ্চিম বাস্তবায়ন করবে। ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের সাইটের প্রশস্থতা কম হওয়ায় বাস্তবতার নিরিখে ১৫ তলা ফাউন্ডেশনে ০৩ তলার পরিবর্তে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে;

৩.৪ প্রকল্পের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ প্রকল্প মেয়াদকালে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর SWO-পশ্চিম এর তত্ত্বধানে পরিচালনা করার জন্য রাজউক উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৩.৫ মহানগর আর্মি ক্যাম্পের বিদ্যমান জায়গাটি আলোচ্য প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজউক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩.৬ প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের স্থানে আরটিভির জমির মালিকানা সংক্রান্ড় জটিলতা নিরসনকল্পে রাজউক আরটিভি কর্তৃপক্ষের সাথে একটি MOU স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৩.৭ পান্থপথ বক্স কালবার্ট হতে আগত স্যুয়ারেজ মিশ্রিত পানি আলাদা করার জন্য রাজউক ঢাকা ওয়াসা'কে অনুরোধ জানাবে;

৩.৮ হাতিরঝিলের পানির গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ETP অথবা Aquatic Treatment Plant করার জন্য রাজউক উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৩.৯ হাতিরঝিল প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে বর্তমানে যে সকল Earning Facilities এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা স্বল্প সময়ের মধ্যে লীজ প্রদানের মাধ্যমে চালু করার বিষয়ে রাজউক SWO-পশ্চিম এর সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩.১০ U-Loop অংশের প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকদের পণ্টট বরাদ্দের জন্য রাজউক কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৪.০ পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
২২.০২.২০১৫
(ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি)
মন্ত্রী

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম,পি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৮.০১.২০১৫ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ''বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি এবং উদ্ভুত সমস্যাদি নিরসনকল্পে একটি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিদের তালিকাঃ

নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১	জি,এম, জয়নাল আবেদীন ভুইয়া, চেয়ারম্যান	রাজউক	০১৭৩০০১৩৯০১	স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
২	ড. মোঃ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক	বুয়েট	০১৭১৩০০২৯০৪	স্বাক্ষর অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
৩	মেঃজেঃ সাঈদ	সেনাসদর	০১৭৬৯০১৭৬০০	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
৪	ব্রিঃ জেঃ যুবায়ের	SWO West	০১৭৬৯০১৭৫৫০	স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
৫	লেঃ কর্নেল আনোয়ার	CO 17ECB	০১৭৬৯০১৭৫৮০	স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
৬	সুশান্ত কুমার পাল	নিঃ প্রকৌঃ এলজিইডি	০১৭১১৮৮৭৫২৬	স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
৭	আ,ন,ম, রোকন উদ্দিন, পরিচালক	INIED	০১৭১২৮১৮৬৫২	স্বাক্ষর অস্পষ্ট

				২৮.০১.১৫
৮	মোঃ মামুন	DWASA	০১৭১১৪২৫২৩৫	স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
৯	এস,এম, আরিফ-উর-রহমান, যুগ্ম সচিব	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৯৫৪০৪৩৮	স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
১০	মোঃ মতিউর রহমান, যুগ্ম প্রধান	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	০১৬৭৬০৫১৮৭৮	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট
১১	নাঈম আহমেদ খান সদস্য (অস্পষ্ট)	রাজউক	০১৭২৯০৯৭০২০	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট
১২	মোঃ হাফিজুর রহমান---প্রধান প্রকৌশলী (রাঃ)	রাজউক	০১৭১১৮৫৮৪৯৮	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
১৩	মেজর মোঃ আমির হোসেন খান, প্রকল্প কর্মকর্তা	SWO-West	০১৭৬৯০১৭৫৬২	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২৮.০১.১৫
১৪	মেজর শাকিল	SWO (West)	০১৭৬৯০১৮৮০৪	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৫ তারিখের হাতিরঝিল প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষন ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে Earning Facilities বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরনী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-2-2

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজউক ভবন, ঢাকা।

স্মারক নং- প্রঃ পরিঃ/হাতিরঝিল/রাজউক/০৫/২০১৫/৬৮ স্থাঃ
তারিখঃ ১৬/০৪/২০১৫ ইং

বিষয়ঃ- হাতিরঝিল প্রকল্পের রক্ষনাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে Earning Facilities বাস্ড়বায়ন প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিত্ব করেনঃ জি, এম, জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, রাজউক ঢাকা।

স্থান ঃ রাজউক ভবনের ৪র্থ তলা সভাকক্ষ।

তারিখ ঃ ০৬/০৪/২০১৫ ইং।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য (উন্নয়ন) রাজউক জনাব নাইম আহমেদ খান সভার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুর“ করেন। অতঃপর তিনি জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে যে সকল Earning Facilities এর প্রস্ড়বনা রয়েছে তাহা হাতিরঝিল প্রকল্পের মেয়াদ কালের মধ্যে SWO-পশ্চিম থাকা অবস্থায় ধাপে ধাপে বাস্ড়বায়ন করার উপর গুর“ত্বারূপ করেন। এলক্ষ্যে উপস্থিত সদ্যবৃন্দদের তাহাদের মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে সভার সভাপতি চেয়ারম্যান রাজউক মন্ত্রণালয়ের জর“রী সভা শেষে উপস্থিত হন। উক্ত সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট “ক”তে সংযুক্ত রয়েছে। সভায় আলোচিত বিস্ড়রিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

২.০। আলোচনা ঃ

২.১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (SWO-পশ্চিম) এর প্রকল্প পরিচালক জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পে যে ভাবে লোকজন সমাগম হচ্ছে তাতে Earning Facilities সমূহ দ্র“ত বাস্ড়বায়ন করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের Water Taxi Terminal, Public Toilet, Ghat, Vewing Deek ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ২৫০০ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এম্পিথিয়েটার অত্র প্রকল্পে নির্মিত হচ্ছে। এলক্ষ্যে হাতিরঝিল প্রকল্পের লে-আউট নকশা মোতাবেক কতটি দোকান-পাট সংস্থান

করা যাবে তার একটা ধারণা এলজিইডি কনসালট্যান্ট স্থপতি জনাব ইকবাল হাবিবকে Power Point এর মধ্যমে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

২.২। এলজিইডি কনসালট্যান্ট স্থপতি জনাব ইকবাল হাবিব জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পটি ইতোমধ্যে জনবান্ধব প্রকল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ইতোপূর্বে বহুবার বিভিন্ন সভায় প্রকল্পটি Sustainable করার জন্য আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে প্রস্ড়বিত বিভিন্ন Earning Facilities বাস্ড়বায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল। আলোচ্য প্রকল্পের রক্ষনাবেক্ষন, ট্রাফিক, গার্ডেনিং, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বিধানে জর"রী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এলক্ষ্যে তিনি স্বল্প পরিসরে একটি Operation and Maintenance (O & M) কমিটির প্রস্ড়ব বহুপূর্বে পেশ করেন মর্মে জানান। উক্ত প্রস্ড়বনানুযায়ী SWO-পশ্চিম থাকাবস্থায় Operation and Maintenance (O & M) এর জন্য ববস্থাপনা কমিটি গঠন ও Earning Facilities সমূহ দ্র"ত বাস্ড়বায়নের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্ড়বনা সমূহ উপস্থাপন করেন ঃ-

ক) **<u>Mobile food kiosk, souvenir shop ইত্যাদি বাস্ড়বায়ন প্রসঙ্গে ঃ</u>**
হাতিরঝিল প্রকল্পে আগত লোকজনেদের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য Fast food, স্যুভিনিয়র শপ সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান-পাট সকাল ১০.০০ টা হতে রাত ৮.০০ পর্যন্ড় খোলা থাকবে। সব দোকান-পাঠই মোবাইল শপ হিসেবে থাকাবে। এখানে স্থায়ী কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। বর্জ্য সমূহ নিজ নিজ দায়িত্বে ও উদ্যোগে অপসারন করতে হবে এলক্ষ্যে হাতিরঝিল প্রকল্পের লে-আউট নকশা মোতাবেক যে সকল স্থান সমূহ প্রস্ড়ব/নির্বাচন করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

০১	Under pass	০৪টিতে	০৮টি (বিবেচনা করা যায়)
০২	Taxi Terminal (স্থায়ীভাবে)	০২টিতে	০৪টি (বিবেচনা করা যায়)
০৩	এম্পিথিয়েটার এর পার্শ্বে শিশু পার্ক মিলন জায়গা (স্থায়ী ভাবে)		০২টি(বিবেচনা করা যায়)
০৪	হাতিরঝিল প্রকল্পে প্রবেশ দ্বার (মগবাজার ডিপিডিসি সাব-ষ্টেশনের পার্শ্বে)		০১টি (আপাততঃ নয়)
০৫	কুনীপাড়া পাবলিক টয়লেট এর পার্শ্বে		০২টি (বিবেচনা করা যায়)
০৬	আড়ংয়ের পার্শ্বে (সাব-ষ্টেশনের সাথে)		০১টি (পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে)
০৭	পুলিশ প্লাজার পিচনে হাতিরঝিলের প্রবেশ দ্বারে		০১টি (পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে)
০৮	ভায়াডাক্ট ২ ও ৩ এর মধ্যবর্তী জায়গা		০১টি (পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে)
০৯	(অস্পষ্ট) বাড্ডা (হুমায়ন প্লাজার সামনে এক বা একাধিক হতে পারে)		০১টি (বিবেচনা করা যায়)
১০	মগবাজার রেলক্রসিং (পাবলিক টয়লেট এর পার্শ্বে)		০১টি
১১	(অস্পষ্ট) বাড্ডা পুলিশ বক্সের পার্শ্বে (এক বা একাধিক হতে পারে)		০১টি
১২	(অস্পষ্ট) ০২ টি ঘাটে		০২টি (পরবর্তীতে বিবেচনা করা যাবে)
১৩	(অস্পষ্ট) নূর মসজিদের পার্শ্বে (বিয়ামের সাথে)		০১টি (বিবেচনা করা যায়)
১৪	(অস্পষ্ট) পিছনের খালি Trangle জায়গা		০১টি

প্রস্তাবিত ২৭টি স্থানের মধ্যে ২১টি সরাসরি বিবেচনা (স্থায়ী ০৫টি ও অস্থায়ী ১৬টি) ও ০৩টি পুর্ব অনুমোদনক্রমে বিবেচনা করা যায়। অবশিষ্ট ০৩টি প্রস্তাব পরবর্তীতে অধ্যাপক ড. সামছুল হক এর সাথে আলোচনা করে মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি জানান যে, প্রতিটি দোকানে মাসে ৩০ হাজার টাকা ভাড়া প্রদান করলে মাসে প্রায় টাঃ ৬.০০লক্ষ হতে ৭.০০ লক্ষ আয় করা যেতে পারে। তবে এ সকল দোকান হাতিরঝিল প্রকল্প হতে বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সংযোগ প্রদান করা যাবে না। নিজস্ব ব্যবস্থাপনার সকাল ১০.০০ টা হতে রাত ৮.০০ পর্যন্ত ব্যবসা কার্য পরিচালনা করতে পারবে। শর্ত বরখেলাপ করলে

বরাদ্ধ বাতিল করতে হবে। সকলের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

খ) **Water Taxi Service ঃ**

মগবাজার টংগী ডাইভারশন রোড থেকে রামপুরা ব্রীজ পর্যন্ড় প্রথম অবস্থায় ব্যাটারী চালিত (২+২) = মোট ০৪টি Water Taxi Service. চালু করা যায়। পরবর্তীতে তাহা (৩+৩) = ০৬টি তে উন্নীত করা যেতে পারে। জনপ্রতি ভাড়া গড়ে ১৫/২০ টাকা হারে মাসে টাকা ৪-৬ লক্ষ আয় হতে পারে। এলক্ষ্যে প্রদত্ত চুক্তিপত্র ও শর্ত মোতাবেক সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে এ সার্ভিস পরিচালত করা যাবে। কেহ চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করলে বরাদ্ধ বাতিল সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি উক্ত বোট এর মধ্যে রাজউক এর নাম সম্বলিত Logo স্থাপনের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। সদস্য (উন্নয়ন/প্রঃ ও অর্থ /পরিকল্পনা) তাহার বক্তব্য সাথে একমত পোষন করেন।

গ) **সার্কুলার বাস সার্ভিস ঃ**

হাতিরঝিল প্রকল্পের ০৩টি এসি ও ০৩টি এসি বিহীন বাস সার্ভিস চালু করা যায়। প্রথমে (২+২) = মোট ০৪টি বাস সার্ভিস সকাল ০৬.০০টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ড় চালুর পরামার্শ প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী SWO-পশ্চিম এর সহযোগিতায় আর্মি বাস সার্ভিস এর ব্যবস্থা প্রদানের মতামত ব্যক্ত করেন। এ সার্ভিসে প্রতি মাসে ন্যুনতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা আয় হতে পারে মর্মে জানান।

ঘ) **এম্পিথিয়েটার ও লেজার শো ঃ**

এম্পিথিয়েটার ও লেজার শো বিষয়ে তিনি ০২টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ করেছেন এবং লীজ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে রাজউক সম্মতি প্রদান করলে তাহাদের সাথে আলাপ করতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান যে, এম্পিথিয়েটারের পার্শ্বে রাজউক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন নির্মান করবে। সেখানে ১০ তলা ভবনের নীচে ব্যবস্থাপনা অফিস, Fast Food ও Exibiton space থাকবে। Top Floor এ মাল্টি পারপাস হল লাইব্রেরী ও রেষ্টুরেন্ট থাকবে বাকী ০৮ টি ফ্লোর কারপার্কিং থাকবে। যা এম্পিথিয়েটার ভাড়া/লীজ গ্রহণকারীর সাথে পার্কিং এর জন্য যুক্ত থাকবে। এতে বৎসরে প্রায় ০৬ কোটি টাকা আয় করা যেতে পারে মর্মে জানান।

সদস্য (উন্নয়ন) রাজউক স্থপতি ইকবাল হাবিবের সুন্দর উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান যে, ইতোপূর্বে Earning Facilities ০৫টি প্রস্ড়াবনা বিষয়ে নির্বাচন করে রাজউক কর্তৃক EOI আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু EOI নোটিশের চাহিত Criteria অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান দাখিল করেন নাই। এজন্য আর সময়ক্ষেপন না করে দ্রুত কাজ করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে শীঘ্রই বাস সার্ভিস চালু করা যায়। গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৮/০১/২০১৫ তারিখের সভায় যে সকল Earning Facilities এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা লীজ প্রদানের মাধ্যমে চালু করার বিষয়ে রাজউক SWO-পশ্চিম এর সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

সভাপতি জানান যে, সম্প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় হাতিরঝিল প্রকল্পে স্বাধীনতার ইতিহাস, ৭ই মার্চসহ, ঋতু বৈচিত্রের বিভিন্ন চিত্র দেখানোর জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। এলক্ষ্যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

৩। বিস্ড়রিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ড্র/সুপারিশ গ্রহণ করা হয় ঃ

৩.১ এলজিইডি কনসালট্যান্ট স্থপতি ইকবাল হাবিবের উপস্থাপনায় ক, খ ও গ এর বিষয়ে একটি প্রস্ড়বনা SWO-পশ্চিম দ্রুত রাজউক এর নিকট প্রদান করবে।

৩.২ এম্পিথিয়েটার ও লেজার শো বিষয়ে উপস্থাপিত প্রস্ড়বনা মোতাবেক স্থপতি জনাব ইকবাল হাবিব (এলজিইডি কনসালট্যান্ট) সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে শীঘ্রই প্রস্ড়ব উপস্থাপন করবে।

৩.৩ হাতিরঝিল প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে প্রস্ড়বিত Earning Facilities হতে প্রদত্ত আয় রাজউক এর একটি নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪ হাতিরঝিল প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যে SWO-পশ্চিম থাকাবস্থায় Earning Facilities সমূহ দ্রুত বাস্ড়বায়নের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

৪.০। সভায় আর কোন বক্তব্য না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বা/-অস্পষ্ট
১৫.০৪.২০১৫
(জি, এম, জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া)
চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

স্মারক নং- রাজউক/হাতিরঝিল/০৫/২০১৫/৬৮(১৫) স্থাঃ তারিখ ঃ ১৬/০৪/২০১৫ ইং

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১-৫। সদস্য (প্রঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/পরিকল্পনা/উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন/এষ্টেট ও ভূমি), রাজউক ভবন, ঢাকা।

৬। যুগ্ন-সচিব (উন্নয়ন-১), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭-৮। প্রধান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন/প্রঃ ও ডিঃ), রাজউক, ঢাকা।

৯। ডঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, টিম লিডার, (বুয়েট ষ্টাডি টীম, হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প) ও অধ্যাপক পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।

১০। প্রকল্প পরিচালক (SWO-পশ্চিম), হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, মহানগর আর্মি ক্যাম্প, রামপুরা, ঢাকা।

১১। উপ-প্রধান, পরিকল্পনা ও বাস্ড়বায়ন কোষ, গ্রহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। প্রকল্প পরিচালক, হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩। প্রকল্প পরিচালক, হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।

১৪। স্থপতি ইকবাল হাবিব, ভিত্তি- ডিপিএম-এআইএ জেভি (এলজিইডি কনসালট্যান্ট) এর প্রতিনিধি, ২৭/এ, সংসদ এ্যাভিনিউ, লেভেল ০৬ ও ০৭ মনিপুরী পাড়া, ঢাকা- ১২১৫।

১৫। লিয়াঁজো অফিসার (চেয়ারম্যান), রাজউক, ঢাকা, (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

স্বা/-অস্পষ্ট
১৬.০৪.২০১৫
প্রকল্প পরিচালক

হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
ফোন- ৯৫৫৯০৬৮ (অ)।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৫.০৪.২০১৭ তারিখের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর (বোর্ড সভার ক্রমিক ০৪/২০১৭তম) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-2-3

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সাধারন সভার কার্যবিবরণী :

বোর্ড সভার ক্রমিক : ০৪/২০১৭তম।
সভাপতি : জনাব এম বজলুল করিম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, রাজউক।
বোর্ড সভার তারিখ : ২৫.০৪.২০১৭ খ্রি.।
সভার ধরণ : সাধারণ সভা।
সভার স্থান : রাজউক সভাকক্ষ।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সদস্য (উন্নয়ন), রাজউক, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ আকতার উজ জামান, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), রাজউক, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ আসমাউল হোসেন, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) ও সদস্য (এস্টেট ও ভূমি), রাজউক, ঢাকা।
৪। জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি, সদস্য (পরিকল্পনা), রাজউক, ঢাকা।

কর্তৃপক্ষের সভায় সহয়তাকারী উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার বিত্তিতে নয়)

১। জনাব এ. এস. এম রায়হানুল ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), রাজউক, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প ও ডিজাইন), রাজউক, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজউক, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ রোকন উদ-দৌলা, (পরিচালক আইন), রাজউক, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মিয়া, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১), রাজউক, ঢাকা।
৬। ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক (উন্নয়ন-১), ঢাকা।
৭। শেখ শাহীনুল ইসলাম, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২), রাজউক, ঢাকা।
৮। জনাব মোঃ আবু কাওছার মল্লিক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), রাজউক, ঢাকা।
৯। জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা।
১০। জনাব সুশান্ত চাকমা, সচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), রাজউক, ঢাক।
১১। জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক, ঢাক।
১২। জনাব মোঃ ফেরদৌস হাসান খান, নগর স্থপতি (স্থপতি শাখা), রাজউক, ঢাকা।
১৩। জনাব মোঃ মোজাফফর উদ্দিন, উপ প্রকল্প পরিচালক (উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প), রাজউক, ঢাকা।

১৪। জনাব জামাল আক্তার ভূঁইয়া, প্রকল্প পরিচালক (হাতিরঝিল প্রকল্প), রাজউক, ঢাকা।
১৫। জনাব বাবুল মিয়া, উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) রাজউক, ঢাকা।
১৬। জনাব আবদুল মতিন, উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩), রাজউক, ঢাকা।
১৭। জনাব মোহাম্মদ মামুন মিয়া, উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২), রাজউক, ঢাকা।
১৮। জনাব জামাল উদ্দিন, উপ-পরিচালক (অর্থ), রাজউক, ঢাকা।
১৯। বেগম রাজিয়া সুলতানা, উপ-পরিচালক (বোর্ড, জনসংযোগ ও প্রটোকল) (অঃদাঃ), রাজউক, ঢাকা।
২০। জনাব মোঃ মাহফুজুল করিম, আইন কর্মকর্তা, রাজউক, ঢাকা।
২১। জনাব হামিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প), রাজউক, ঢাকা।
২২। জনাব ইলিয়াস মোলণ্ডা, উপ-পরিচালক (হিসাব), রাজউক, ঢাকা।

সভার সভাপতি ও চেয়ারম্যান, রাজউক উপস্থিত কর্তৃপক্ষের সদস্য-পর্ষদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুর করেন। শুরুতে আলোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষের ০৩/২০১৭তম সভার অনুচ্ছেদ নং- ১১ এর ১১.৩ এবং অনুচ্ছেদ নং- ২২ এর ২২.৩ সিদ্ধান্তের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলোঃ

নং-১৯৯৫৪৭১৩০৭৪০১৫৪৯২, ০১ (এক)টি স্বর্ণ পদক পেয়ে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করেছেন বিধায় তাঁদের অনুকূলে ০১ (এক)টি করে মোট ০৩ (তিন)টি ফ্ল্যাট রাজউকের উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের নির্মাণাধীন ফ্লাটের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সরকারের সংরক্ষিত ১০% কোটা থেকে বরাদ্দের বিষয়ে সদয় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য কর্মপত্র প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলো।

৩৫.২। <u>আলোচনা</u> :

উপর্যুক্ত বিষয়ের উপর সদস্য-পর্ষদ বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণ করে :

৩৫.৩। <u>সিদ্ধান্ত</u> :

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা-০৩.০০.০০০০.০৭৮.৪৬.০২৬.১৬-২২৭(৫); তারিখঃ ০৮ সেপ্টম্বর, ২০১৬ ইং মোতাবেক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রশাঃ-২৫.০০.০০০০.০১৯. ০১.০৯.২০১১.(অংশ)-৮২২; তারিখঃ ১৭ নভেম্বর, ২০১৬ এর আলোকে রাজউকের আওতাধীন উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট থেকে ০১ (এক)টি করে মোট ০৩ (তিন)টি ফ্ল্যাট নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সরকারের সংরক্ষিত ১০% কোটা থেকে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিদের নামে বরাদ্দ প্রদানের দিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

ক্রমিক নং	কৃতি খেলোয়াড়ের নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা	মন্তব্য
০১	বেগম মাহফুজা খাতুন শিলা	বুড়িগঙ্গা এপার্টমেন্ট, ১৪৬ (৬ষ্ঠ তলা, দক্ষিণ পার্শ্ব), শাহ আলীবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা- ১২১৬	স্বামী- শাহজাহান আলী, গ্রাম- রেহাইচর, ডাকঘর- টিকরামপুর, থানা+জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১২ তম এস এ গেমসে সাতার প্রতিযোগতায় স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত
০২	বেগম মাবিয়া আক্তার	২৬৯/২, এডড্রেস ড্রীম, চতুর্থ তলা (পশ্চিম পার্শ্ব),	পিতাঃ হারুন-অর-রশিদ হাওলাদার, গ্রাম+পোঃ- পুলপদ্ধী, থানা+জেলা-	১২ তম এস এ গেমসে বারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ

	সিমান্ড়	সিপাহীবাগ, চারতলা মসজিদ রোড, খিলগাঁও, ঢাকা-১২২৯	মাদারীপুর	পদক প্রাপ্ত
০৩	জনাব শাকিল আহমেদ	ফ্ল্যাট নং-১/বি লেকভিউ তাসলিমা), ট-১৮৬, দক্ষিণ বাড্ডা, শাহাদত স্মরণী, ঢাকা	পিতাঃ মোঃ সাদেক আলী মোলণ্ডা, গ্রাম- খরসঙ্গ, ডাকঘর- মিকশিমিল, থানা- ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা	১২ তম এস এ গেমসে শুটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত

৩৫.৪। বাস্ড়বায়নে :

এস্টেট ও ভূমি শাখা।

৩৬। বিষয়: বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের সকল রক্ষনাবেক্ষণ, ক্লিনিং/নিরাপত্তা/গার্ডেনিং সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বাস্ড়বায়নে প্রকল্পের আয় থেকে নির্বাহের লক্ষে লীজ প্রদানকৃত Earning Facilitics সমূহের ভুতাপেক্ষ্য অনুমোদন (Post Approval) প্রদান প্রসঙ্গে।

৩৬.১। কার্যপত্রের বিবরণ:

বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর দেশী-বিদেশী লোকজনের সমাগমে হাতিরঝিল প্রকল্পে বিভিন্ন সুবিধাদি বাস্ড়বায়নের জন্য বিভিন্ন সভায় আলোচনা হয়। হাতিরঝিল প্রকল্পের চতুর্থ সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর-২০১৬ শেষ হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ড় প্রকল্পের যাবতীয় রক্ষনাবেক্ষণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি খাতে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৭ হতে উক্ত খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় হাতিরঝিল প্রকল্পের যাবতীয় রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা গ্রস্থ হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটি Sustainable করার জন্য আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে প্রস্ড়াবিত বিভিন্ন Earning Facilities বাস্ড়বায়নের নিমিত্তে ইতিপূর্বে রাজউক কর্তৃক বিগত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে দৈনিক যুগান্ড়র এবং দি নিউ এইজ পত্রিকায় ও ২০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে আমাদের সময় পত্রিকায় Expression Of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়। উক্ত নোটিশে চাহিত criteria অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান (EOI) দাখিল না করায় Expression Of Interest গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ এবং ০৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি এবং চেয়ারম্যান রাজউক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ড়/সুপারিশের প্রেক্ষিতে যে সকল Earning Facilities সমূহ (যথা চক্রাকার বাস সার্ভিস, স্থায়ী ফুড কিওস্ক/অস্থায়ী মোবাইল ফুড কিওস্ক/কারপার্কিং/অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/রেষ্টুরেন্ট/চিলড্রেন পার্ক/পাবলিক টয়লেট এবং Water Taxi Service) সম্পন্ন হয়েছে তা সল্প সময়ের মধ্যে লীজ প্রদানের মাধ্যমে চালু করার বিষয়ে রাজউক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (এসডবিণ্ডউও-পশ্চিম) এর সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (এসডবিণ্ডউও-পশ্চিম) হতে বিগত ১১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ (ক) সদর দপ্তর, এসডবিণ্ডউএ (পশ্চিম), ঢাকা সেনানিবাস (খ) মেয়র অফিস ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (গ) মেয়র অফিস ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ঘ) প্রকল্প পরিচালক, হাতিরঝিল প্রকল্প, রাজউক (ঙ) ১৭, ইসিবি, মিরপুর আর্মি ক্যাম্প, ঢাকা-১২১৬ অফিসের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দরখাস্তের আলোকে যাচাই বাছাই পূর্বক রাজউক এবং এসডবিণ্ডউও পশ্চিম এর সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড কর্তৃক অত্র লীজ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় যে সকল Earning Facilities

সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে সকল Earning Facilities সমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ১২তম সভার ৬নং ক্রমিকে আলোচনা/সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রাজউক এর বোর্ড সভায় Post Approval এর এসডবিøউও-পশ্চিম হতে সুপারিশ প্রেরন করা হয়। যা নিম্নরূপঃ

হাতিরঝিল প্রকল্পে স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং/অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-রুম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার এবং পাবলিক টয়লেট ঃ-

রাজউক ও সদর দপ্তর এসডবিøউও-পশ্চিম এর সমন্বয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে হাতিরঝিল প্রকল্পে আগত লোকজনের তৃষ্ণা মেটানো এবং খাবার সরবরাহ সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং/অটোকার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-রুম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার এবং পাবলিক টয়লেট পরিচালনার জন্য লীজ প্রদানের নিমিত্তে একটি কর্মকর্তা পর্ষদ গঠন করে। উক্ত পর্ষদের প্রাধিকার বলে গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে হাতিরঝিল প্রকল্পে প্রদানের নিমিত্তে সাব-কন্ট্রাকটর নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্ত আহবান করা হয় ঃ

ক। সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা।
খ। নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।
গ। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রস্তাবনা।

২। উপরোক্ত প্রস্তাবনা বা বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে অত্র প্রকল্পের স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং/অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-রুম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার এবং পাবলিক টয়লেট পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান শিডিউল গ্রহণ করে ঃ

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	রেস্টুরেন্ট এর নাম	ঠিকানা	দোকানের ধরন
০১	মোলস্না কায়সার হাবিব শামীম	বাংলা ফুড	১৯৮/ডি, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।	স্থায়ী/অস্থায়ী
০২	আহসান রনি	গ্রীন সেভার্স	সাউথ গেইট, ডিপার্টমেন্ট অব এনভাইরনমেন্ট, আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭।	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৩	আবির রহমান চৌধুরী	এ ইউ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২৪-২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৪	শুভাশীষ রায়	একমাত্রা এন্টারপ্রেনার্স লিঃ	হাউজ#১৪, রোড#১, বস্নক-বি, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৫	মাজহারুল হক চৌধুরী	দিস ইস ঢাকা	হাউজ#১৯৪/এ, রোড#১, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৬	আবু বাকের মিয়া	চায়না গ্রীল	মুসকাট টাওয়ার, পস্নট#৫৬, রোড#১৫ (ওল্ড), ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৭	আব্দুল খালেক	ফুডট্রিপ	হাউজ#১৫, রোড#৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৮	মোঃ শাহেদ জামান	ফুড মোবাইল	হাউজ#১৬, রোড#০২, ঢাকা রিয়েল এস্টেট, কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
০৯	মোঃ মোজাম্মেল হক (বাবু)	দি হ্যাং আউট স্পট	১২৫৮, পূর্ব শেওড়াপাড়া, কাফরুল, মিরপুর, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
১০	ওমর গনি চৌধুরী	টুইস্ট অফ টেস্ট রেস্টুরেন্ট	ফ্লাট বি-৬, হাউজ-১০, রোড-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
১১	ফয়েজ আহমেদ	হ্যাঙ্গরি রেস্তোরা	হাউজ#৩৭, রোড#১৭, বস্নক-সি, বনানী সি/এ, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
১২	সোহেল চৌধুরী	কারি লীফ রেস্টুরেন্ট	হাউজ#২৭/এ, রোড#৫, ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
১৩	মেহেদী হাসান	আড্ডা রেস্তোরা	৮৭, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী

১৪	মেহেদী হাসান	নগর রেস্তোঁরা	৮৭, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
১৫	ওসমান গনি চৌধুরী	ক্ষুধা রেষ্টুরেন্ট	ফ্লাট বি-৬, হাউজ-১০, রোড-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
১৬	তুষার আবদুল্লাহ	মাধ্যম লিমিটেড	১১৭/বি, ফার্মগেট, তেজগাঁও , ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
১৭	মোঃ জাহিদ হোসেন	মেহনাজ ফুড কর্ণার	২০/২১, বি, গনকুলি, হাজারিবাগ, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
১৮	মোঃ জাকির হোসেন	মাহেরা জাবিন ফুড	২০/২১ বি, গনকুলি, হাজারিবাগ, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
১৯	মোঃ ওয়াহিদ মিয়া	লেক ভিউ রেস্টুরেন্ট	চন্দ্রশীলা সুবাসত টাওয়ার (৪র্থ তলা) ৬৯/১, গ্রীন রোড, গান্থপথ, ঢাকা-১২০৫	স্থায়ী/অস্থায়ী
২০	ওসমান গুনি চৌধুরী	বিবিকিউ রেষ্টুরেন্ট	গোল্ডেন ভিশন (দ্বিতীয় তলা)-১৪, আরকে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০	স্থায়ী/অস্থায়ী
২১	আকরাম খান	জাজ ইন্টারন্যাশনাল	বি/১১৭, রোড#৭, ডিওএইচএস মহাখালি মহাখালি, ঢাকা-১২০৬	স্থায়ী/অস্থায়ী
২২	আহম্মেদ হোসেন চৌধুরী	এক্সপো ট্রেডার্স	১৫৮-১৬০, মধুমিতা বিল্ডিং (৭ম ফ্লোর), ৮০২, মতিঝিল, সি/এ, ঢাকা-১০০০	স্থায়ী/অস্থায়ী
২৩	এস কে শামছুল হক	মেসার্স এসকে শামছুল হক	১৪৬৫/২, কলাবাগান , ৪র্থ তলা, ধানমন্ডি, ঢাকা	পাবলিক টয়লেট
২৪	মোঃ জকির হোসেন	মেসার্স মেহেজাবিন এন্টারপ্রাইজ	২০/২১ বি, গনকুলি, হাজারিবাগ, ঢাকা	পাবলিক টয়লেট
২৫	মোঃ মনির৾ল হক খাঁন	পণ্ঢাটিনাম পার্ক	চ-২৭/১, উত্তরা বাড্ডা, ঢাকা।	জুসবার
২৬	ওমর গনী চৌধুরী	ম্যাপেল লীফ ফুডস	ফ্লাট বি-৬, হাউজ-১০, রোড-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা	
২৭	মোঃ মনির৾ল হক খাঁন	পণ্ঢটিনাম পার্ক	ট-৮০/৮১, গুলশান বাড্ডা লিংক রোড, বাড্ডা, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
২৮	আব্দুল করিম লিমিটেড	KRUATH AI	চন্দ্রশীলা সুবাসত টাওয়ার (৪র্থ তলা), ৬৯/১, গ্রীন রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।	স্থায়ী/অস্থায়ী
২৯	হোসেন মোঃ মোকারম	ইট ইটালীয়া	১০৪ বশিরউদ্দিন রোড, কলাবাগান, নিউমার্কেট, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩০	মোঃ নাসের হোসেন	এসএন ফুডস	৩/এ, আগা সাদেক রোড, ঢাকা-১০০০	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩১	ঊায়েজিদ আহমেদ	সবুজ পাতা	কারিগর এ্যাপার্টমেন্ট, বিল্ডিং-এ, এ্যাপার্টমেন্ট-১১০৪, ৪৫, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩২	মোঃ কাউছার আহমেদ	সতেজ ফাষ্টফুড কর্ণার	হাউজ#১১৮/সি, রোড#৪, উত্তরা, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৩	মোঃ রাশেদুল ইসলাম	জিহান ফুড কর্ণার	১২৫৮ পূর্ব শেওড়া পাড়া, কাফর৾ল, মিরপুর-১২১৬, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৪	মোঃ আবু তালেব	সহি ফাষ্ট ফুড	১১৭/বি, ফার্মগেট, তেজগাঁও ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৫	ওমর গনি চৌধুরী	বিবি কর্পোরেশন	২৮ ময়মনসিংহ লেন, বাংলা মটর, ঢাকা-১০০০	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৬	মেজর (অবঃ) এম মাহতাবুর রহমান	ক্যাফে-১১	হাউজ#১১৩/বি, রোড#৯, পলণ্ঢবী, মিরপুর, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৭	মোঃ রানা ইসলাম	উত্তরা রেষ্টুরেন্ট	৫৬/১/এ দক্ষিণ মুগ্ধা, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৮	একেএম ইসমাইল	মোহনা বার্গার এন্ড ফুসকা	১৩৪/৭ দার৾স সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	স্থায়ী/অস্থায়ী
৩৯	মোঃ ইব্রাহীম	ডিএন্ডপি চায়নিজ	১৩৫ মাটিকাটা, ক্যান্টঃ ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪০	এ হান্নান	মেঘনা রেষ্টুরেন্ট	৩৫৭/৭, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪১	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	টু-ষ্টার রেষ্টুরেন্ট	২২/বি, আফতাফ নগর, সেক্টর-১, বণ্চক-ডি, ঢাকা।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪২	মোঃ মৃদুল হাসান	এহসান কাবাব ঘর	৩৩৬ ডিআইটি রোড, পশ্চিম রামপুরা. ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪৩	মোঃ জাহিদ হোসেন	বিএম এন্টারপ্রাইজ	৫৩/৭ হিচরণ রায় রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪৪	মোঃ সাগর আহম্মেদ	ডব এন্ড পি ক্যাফে	৬৮৭ বড় মগবাজার রমনা, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪৫	মোঃ উজ্জল মিয়া	একতা গ্রীল	ক-৫০ শহীদ আব্দুল আজিজ রোড, জগন্নাথপুর, বাড্ডা, ঢাকা	স্থায়ী/অস্থায়ী
৪৬	ওসমান গনি চৌধুরী	এ্যারিস্টো	১৫৮-১৬০, মধুমিতা বিল্ডিং (৭ম ফ্লোর), মতিঝিল	স্থায়ী/অস্থায়ী

		সার্ভিসেস লিঃ	সি/এ, ঢাকা-১০০০	

৩। লীজ গ্রহণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ৪৬ (ছেচলিণ্ডশ) টি আবেদন যাচাই বাছাই এবং বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে কর্মকর্তা পর্ষদ স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত স্থয়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং/অটো কার ওয়াশা/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-রুম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার এবং পাবলিক টয়লেট পরিচালনার জন্য নিম্বেবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে শর্টলিষ্টের মাধ্যমে ২৭ (সাতাশ)টি প্রতিষ্ঠানকে মনোনিত করেন। কর্মকর্তা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করে।

(ক)হাতিরঝিল প্রকল্পে সহায়ী/অসাহায়ী ফুড কিওস্কঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্ধারিত সহান	মাসিক ভাড়া	সেলামী	ধরন	মেয়াদ	মন্তব্য
১।	বাংলা ফুড	বেগুনবাড়ী পার্কিং সংলগ্ন	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
২।	গ্রীন সেভার্স	আন্ডারপাস-১ এর পশ্চিম প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৩।	এ ইউ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	আন্ডারপাস-১ এর পূর্ব প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৪।	একমাত্রা এন্টারপ্রেনার্স লিঃ	আন্ডারপাস-৩ এর পশ্চিম প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৫।	দিস ইস ঢাকা	আন্ডারপাস-৩ এর পূর্ব প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৬।	প্লাটিনাম পার্ক	মেরুলবড্ডা পাবলিক টয়লেট সংলগ্ন	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৭।	দি হ্যাং আউট স্পট	মেরুল বাড্ডা এক্সিট (পুলিশ বক্স সংলগ্ন)	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৮।	ফুডট্রিপ	রামপুরা পাম্প ষ্টেশন	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
৯।	ফুড মোবাইল	ঘাট-৩	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক উইথ উডেন সিটিং ডেক/প্লাটফর্ম
১০।	চায়না গ্রীল	ঘাট-৩	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
১১।	টুইস্ট অফ টেস্ট রেস্টুরেন্ট	আন্ডারপাস-৪ এর পূর্ব প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
১২।	হাঙ্গরি রেস্তোরা	আন্ডারপাস-৪ এর প্রশ্চিম প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
১৩।	আড্ডা রেস্তোরা	আন্ডারপাস-২ এর পশ্চিম প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
১৪।	নগর রেস্তোরা	আন্ডারপাস-২ এর পূর্ব প্রান্ত	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
১৫।	মাধ্যম লিমিটেড	মগবাজার এক্সিট	১০ হাজার	৭৫ হাজার	অস্থায়ী	১০ বছর	মোবাইল ফুড কিওস্ক
১৬।	মেহনাজ ফুড কর্ণার	এফডিসির প্রবেশ পথে পুলিশ বক্স সংলগ্ন	১৫ হাজার	১.৫০ লক্ষ	স্থায়ী	১০ বছর	ফুড কিওস্ক
১৭।	এাহেরা জাবিন ফুড কর্ণার	কুনিপাড়া পাবলিক টয়লেট সংলগ্ন	১৫ হাজার	১.৫০ লক্ষ	স্থায়ী	১০ বছর	ফুড কিওস্ক
১৮।	লেক ভিউ রেস্টুরেন্ট	ভায়াডাক্ট-২ এবং ৩ এর মধ্যবর্তী জায়গা	১৫ হাজার	১.৫০ লক্ষ	স্থায়ী	১০ বছর	ফুড কিওস্ক

১৯।	জাজ ইন্টারন্যাশনাল	ভায়াডাক্ট-৩ এর গুলশান লেক সংলগ্ন খোলা জায়গা	১৫ হাজার	১.৫০ লক্ষ	স্থায়ী	১০ বছর	ফুড কিওস্ক
২০।	বিবিকিউ রেস্টুরেন্ট	নূর মসজিদ সংলগ্ন (ইস্কাটন এলাকা)	১৫ হাজার	১.৫০ লক্ষ	স্থায়ী	১০ বছর	ফুড কিওস্ক
২১।	বুধা রেস্টুরেন্ট	দিলু রোড ইন্টারসেকশন (ইস্কাটন এলাকা)	১৫ হাজার	১.৫০ লক্ষ	স্থায়ী	১০ বছর	ফুড কিওস্ক

(খ) বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক/কার পার্কিং/অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/চিলড্রেন পার্ক এবং মিনি জুসবারঃ নিম্নেবর্ণিত ছকে উলেণ্ডখিত প্রতিষ্ঠানকে শর্টলিষ্টের মাধ্যমে মনোনিত করেনঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্ধারিত সহান	মাসিক ভাড়া	সেলামী	ধরন	মেয়াদ	মন্তব্য
১।	KRUATH AI	এ্যাম্ফিথিয়েটার সংলগ্ন রেস্টুরেন্ট, চিলড্রেন পার্ক রক্ষনাবেক্ষণ এবং টিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট	৩০ হাজার	৫ লক্ষ	স্থায়ী	১৫ বছর	রেস্টুরেন্ট, চিলড্রেন পার্ক এবং পাবলিক টয়লেট আওতাভুক্ত
২।	এ্যারিস্টো সার্ভিসেস	সাউথ ইউ-লূপ এর নীচে	৩০ হাজার	৫ লক্ষ	স্থায়ী	১৫ বছর	অটো কার ওয়াশ উথি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর
৩।	কারী লীফ রেস্টুরেন্ট	বিয়ামের সাথে ত্রিকোণ বিশিষ্ট পাশাপাশি দুটি খালি জায়গায় (ইস্কাটন এলাকা)	২০ হাজার	৩ লক্ষ	স্থায়ী	১৫ বছর	ফুড কিওস্ক
৪।	ফাউন্টেইন ভিউ রেস্টুরেন্ট	পুলিশ পণ্ঢাজা সংলগ্ন পার্কিং এরিয়া	২০ হাজার	৩ লক্ষ	স্থায়ী	১৫ বছর	পুলিশ পণ্ঢাজা কার পার্কিং কন্ট্রোল র্ম এবং কন্ট্রোল র্ম সংলগ্ন জুসবার/(১৫র-৪০র) শোর্ম
৫।	বিবি কর্পোরেশন	মগবাজার চিলড্রেন পার্ক/কার রাইড	১০ হাজার	১ লক্ষ	স্থায়ী	১৫ বছর	চিলড্রেন কার রাইড/পার্ক
৬।	ম্যাপেল লীফ ফুডস	১০টি সিকিউরিটি পোষ্ট/টিকিট কাউন্টার এর সংলগ্ন মিনি জুসবার	২৫০০	-	স্থায়ী	১৫ বছর	১০টি মিনি জুসবার

(গ) পাবলিক টয়লেটঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্ধারিত সহান	মাসিক ভাড়া	সেলামী	ধরন	মেয়াদ	মম্ভব্য
১।	এস কে শামছুল হক	মগবাজার পাবরিক টয়লেট	৫ হাজার	২০ হাজার	স্থায়ী	২ বছর	পাবলিক টয়লেট
২।	মেসার্স মেহেজাবিন এন্টারপ্রাইজ	কুনিপাড়া পাবলিক টয়লেট	৫ হাজার	২০ হাজার	স্থায়ী	২ বছর	পাবলিক টয়লেট
৩।	পণ্টনাম পার্ক	মের্ল বাড্ডা পাবলিক টয়লেট	৫ হাজার	২০ হাজার	স্থায়ী	২ বছর	পাবলিক টয়লেট

হাতিরঝিল প্রকল্পে Water Taxi Service এবং Water Taxi Terminal with Ticket Counter এবং সুভিনিয়র শপঃ-

১। রাজউক ও সদর দপ্তর এসডবিণ্ডউও-পশ্চিম এর সমন্বয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে হাতিরঝিল প্রকল্পে পাওয়ার হাউজ (মগবাজর টংগী ডাইভারশন রোড সংলগ্ন) থেকে রামপুরা ব্রীজ পর্যন্ড় পরবর্তীতে গুলশান লেক পর্যন্ড় Water Taxi Service ও প্রয়োজনীয় Public Facilities সংক্রান্ড় জলযান পরিচালনার লক্ষ্যে দুইটি Water Taxi Terminal With

Ticket Counter এবং সুভনিয়র শপ লীজ প্রদানের নিমিত্তে একটি কর্মকর্তা পর্ষদ গঠন করে। উক্ত পর্ষদের প্রাধিকার বলে গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে Water Taxi Service ও প্রয়োজনীয় Public Facilities সংক্রান্ড় জলযান পরিচালনার জন্য সাব-কন্ট্রাকটর নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠনের নিকট হতে নিম্নেবর্ণিত দরপত্রে আহ্বান করা হয়ঃ

ক। সংশিণ্টষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা এবং কর্মপরিকল্পনা।

খ। কারিগরী দক্ষতা।

গ। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রস্ড়বনা।

২। উপরোক্ত প্রস্ড়বনা বা দরপত্র আহ্বানের প্রেক্ষিতে অত্র প্রকল্পের লেকে Water Taxi Service ও প্রয়োজনীয় Public Facilities সংক্রান্ড় জলযান পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান সমূহ শিডিউল গ্রহণ করেনঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
১।	রে কমিউনিকেশন
২।	মেসার্স হোসেন ট্রেডার্স
৩।	মেসার্স প্রজাপতি এন্টারপ্রাইজ
৪।	আব্দুল করিম লিমিটেড
৫।	এক্সপো ট্রেডার্স
৬।	বিটস এন্ড ব্রাসেস
৭।	এরিস্টো সার্ভিসেস
৮।	মেসার্স মেহেজাবিন এন্টারপ্রাইজ
৯।	বিবি কর্পোরেশন

৩। উপস্থাপনকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ তাদের কারিগরী, আর্থিক এবং অন্যান্য প্রস্ড়ব কর্মকর্তা পর্ষদের সম্মুখে ২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মহানগর আর্মি ক্যাম্পে উলেণ্টখিত বিষয়ের উপর প্রেজেন্টেশন/ প্রস্ড়বনা প্রদান করেন। কর্মকর্তা পর্ষদ প্রেজেন্টেশনে প্রদানকৃত সাব-কন্ট্রাকটররের কর্মপরিকল্পনা, পরিচালনা পদ্ধতি, আর্থিক সংগতি, কারিগরী দক্ষতা ও পূর্ব অভিজ্ঞা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন। কর্মকর্তা পর্ষদ নিম্মলিখিত ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ক্রমানুসারে তাদের প্রস্ড়বনার উপর পূর্ণ বিচার বিশেণ্টষণ করে নিম্নে প্রদত্ত মূল্যায়নের উপর শর্টলিষ্ট করেনঃ

ক। কারিগরী প্রস্তাবনা (১০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন)

পাওয়ার হাউজ (মগবাজার টংগী ডাইভারশন রোড সংলগ্ন) থেকে রামপুরা ব্রীজ পর্যন্ড় পরবর্তীতে গুলশান লেক পর্যন্ড় Water Taxi Service ও প্রয়োজনীয় Public Facilities সংক্রান্ড় জলযান পরিচালনার লক্ষ্যে দুইটা Water Taxi Terminal With Ticket Counter এবং সুভিনিয়র শপ পরিচালনার জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপনকৃত কারিগরী প্রস্ড়বনার আলোকে যাচাই পর্ষদ কর্তৃক নিেস্ন ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করেনঃ

NO	Description	Name of Company		
		Ray Communication (Avg Mk)	Abddul Karim Ltd. (Avg Mk)	BB Corporation (Avg Mk)
1	Administration	08	07	05
2	Public Safety	06	07	05
3	Experience	07	06	05
4	Public Comfort	05	09	05
5	Quality of Taxi	07	08	06
6	Echo Friendlyness	04	08	03
7	Management	06	08	04
Total Number		43	53	33

খ। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রস্তাবনা।

SL. No	1.	2.	3.
Description	Water Taxi Service পরিচালনার লক্ষ্যে হাতিরঝিল ও গুলশান লেকে জলযান পরিচালনার লীজ প্রদান।		
Name of Company	**রে কমিইনিকেশন**	**আব্দুল করিম লিঃ**	**বিবি কর্পোরেশন**
Pasenger Capacity per Boat	30	30	30
Per Trip Pasenger	30×2=60	30×2=60	30×2=60
Per Trip Sell 50%	30	30	30
Per Trip Earning (Avg)	30×27.50=825.00	30×27.50=825.00	30×27.50=825.00
Taking 10 Trip per day Earning	10×825.00=8250.00	10×825.00=8250.00	10×825.00=8250.00
Thus per boat per month earning	8,250.00×25=2,06,250.00	8,250.00×25=2,06,250.00	8,250.00×25=2,06,250.00
Nowe earning per seat per Month	2,06,250.00÷30=6,875.00	2,06,250.00÷30=6,875.00	2,06,250.00÷30=6,875.00
Contractors offerd percentage of earning per seat	6875.00×8%=550.00	6875.00×10%=687.00	6875.00×7%=481.00

৪। গঠিত কর্মকর্তা পর্ষদের আলোকে নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং আর্থিক প্রস্তাবনার ভিত্তিতে পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে ১ম এবং আর্থিক প্রস্তাবনায় সর্বোচ্চ দরদাতা আব্দুল করিম লিমিটেড যার প্রতিমাসে প্রতি সীটের মোট আয়ের ১০% অর্থাৎ ৬৮৭.০০ টাকা ভাড়া প্রদান করার প্রস্তাব দেন। অপরদিকে রে কমিউনিকেশন এর প্রতিমাসে প্রতি সীটের মোট আয়ের ৮% অর্থাৎ ৫৫০.০০ টাকা ভাড়া প্রদান করার প্রস্তাব দেন। বিবি কর্পোরেশন এর প্রতিমাসে প্রতি সীটের মোট আয়ের ৭% অর্থাৎ ৪৮১ টাকা ভাড়া প্রদানের প্রস্তাব দেন। এমতাবস্থায় আব্দুল করিম লিঃ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের সকল দিক যোগ্য বিবেচনায় তাহার উদ্বৃত দরকে বিবেচনার জন্য গঠিত পর্ষদ সুপারিশ করে।

হাতিরঝিল প্রকল্পে চক্রকার বাস সার্ভিসঃ

১। রাজউক ও সদর দপ্তর এসডবিণ্ডউও-পশ্চিম এর সমন্বয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের চক্রাকার বাস সার্ভিস পরিচালনার নিমিত্তে একটি কর্মকর্তা পর্ষদ গঠন করে। উক্ত পর্ষদের প্রাধিকার বলে গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে চক্রাকার বাস সার্ভিস পরিচালনার জন্য সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত দরপত্র আহ্বান করা হয়ঃ

ক। সংশিণ্টষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা এবং কর্মপরিকল্পনা।
খ। কারিগরী দক্ষতা।
গ। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রস্তাবনা।

২। উপরোক্ত প্রস্ড়বনা বা দরপত্র আহ্বানের প্রেক্ষিতে অত্র প্রকল্পে চক্রাকার বাস সার্ভস পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান সমূহ শিডিউল গ্রহণ করেনঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম	মন্ড়ব্য
১।	এইচ.আর. ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	
২।	মেসার্স যমুনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	
৩।	নূর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	

৩। উপস্থাপনকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ তাদের কারিগরী, আর্থিক এবং অন্যান্য প্রস্ড়ব কর্মকর্তা পর্ষদের সম্মুখে ২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মহানগর আর্মি ক্যাম্পে উলেণ্ঢখিত বিষয়ের উপর প্রেজেন্টেশন/প্রস্ড়বনা প্রদান করেন। কর্মকর্তা পর্ষদ প্রেজেন্টেশন প্রদানকৃত সাব-কন্ট্রাকটররের কর্মপরিকল্পনা, পরিচালনা, পদ্ধতি, আর্থিক সংগতি, কারিগরী দক্ষতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রায়োজনীয় আলোচনা করেন। কর্মকর্তা পর্ষদ নিম্নলিখিত ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ক্রমানুসারে তাদের প্রস্ড়বনার উপর পূর্ণ বিচার বিশেণ্ঢষণ করে নিম্নে প্রদত্ত মূল্যায়নের উপর শর্টলিস্ট করেনঃ

ক। **কারিগরী প্রস্ড়বনা (১০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন)**
হাতিরঝিল প্রকল্পে চক্রাকার বাস সার্ভিস পরিচালনার জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপনকৃত কারিগরী প্রস্ড়বনার আলোকে যাচাই পর্ষদ কর্তৃক নিম্নের ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করেনঃ

NO	Description	Name of Company		
		HR Transport Agency (Avg Mk)	M/S Jamuna Transport (Avg Mk)	Nur Transport (Avg Mk)
1	Administration	07	08	05
2	Public Safety	07	06	05
3	Experience	06	07	05
4	Public Comfort	09	05	05
5	Quality Vehicle	08	07	06
6	Echo Friendlyness	04	04	03
7	Management	08	06	04
Total Number		49	43	33

খ। **আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রস্ড়বনা।**

ক্রমিক নং	১	২	৩	১	২	৩
যানবাহনের ধরন	২টি এসি বাস			৬টি নন এসি বাস		
কোম্পানীর নাম	এইচ. আর. ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	মেসার্স যমুনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	নূর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	এইচ. আর. ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	মেসার্স যমুনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	নূর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী
প্রতিদিন ট্রিপ সংখ্যা	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
বাস সংখ্যা	২	২	২	৬	৩	৩
সীট সংখ্যা	২৭	৩২	৩০	২৭	৩২	৩০
প্রতি চক্রাকারে যাত্রী সংখ্যা	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫

প্রতি টিকিট এর মূল্য	২০	২০	২০	১৫	১৫	১৫
মাসিক আয় (৩০ দিন)	৭,৫৬,০০০/-	৭,৫৬,০০০/	৭,৫৬,০০০/-	১৭,০১,০০০/-	৮,৫০,৫০০/-	৮,৫০,৫০০/-
আর্থিক প্রস্ড়াব	৭৫,৬০০/-	৬০,৪৮০/-	৫২,৯২০/-	১,৭০,১০০/-	৬৮,০৪০/-	৫৯,৫৩৫/-
সর্বমোট আয়ের %	১০%	৮%	৭%	১০%	৮%	৭%

৪। গঠিত কর্মকর্তা পর্ষদের আলোকে নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং আর্থিক প্রস্ড়াবনার ভিত্তিতে পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে **১ম** এবং আর্থিক প্রস্ড়াবনায় সর্বোচ্চ দরদাতা এইচ. আর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী প্রতিমাসে সর্বমোট আয়ের **১০%** অর্থাৎ ২,৪৫,৭০০.০০/- টাকা ভাড়া প্রদান করার প্রস্ড়াব দেন। অপরদিকে মেসার্স যমুনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী প্রতিমাস সর্বমোট আয়ের ৮% অর্থাৎ ১,২৮,৫২০.০০/- টাকা ভাড়া প্রদান করার প্রস্ড়াব দেন। নূর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী প্রতিমাসে সর্বমোট আয়ের ৭% অর্থাৎ **১,১২,৪৫৫.০০/-** টাকা ভাড়া প্রদানের প্রস্ড়াব দেন। এমতাবস্থায় এইচ. আর. ট্রান্সপোর্ট এসেজন্সী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্ড়াবের সকল দিক যোগ্য বিবেচনায় তাহার উদ্বৃত দরকে বিবেচনার জন্য গঠিত পর্ষদ সুপারিশ করে।

পর্ষদের মতামত

গত ২৮ জানুয়ারি এবং ০৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ড়/সুপারিশের প্রেক্ষিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং সদরদপ্তর এসডবিণ্ডউও-পশ্চিম এর সমন্বয়ে হাতিরঝিল প্রকল্পের Earning Facilitics সমূহ (যথা চক্রাকার বাস সার্ভিস, স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং /অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-র্ল্ম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার, পাবলিক টয়লেট এবং Water Taxi Service) দ্র্লত বাস্ড়বায়নের জন্য সিদ্ধান্ড় প্রদান করেন বিদায় নিম্নলিখিত Earning Facilitics সমূহ বাস্ড়বায়নের মতামত প্রদান করেনঃ

২। হাতিরঝিল প্রকল্পে স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত সহায়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-র্ল্ম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার এবং পাবলিক টয়লেটঃ-

ক। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং এসডিবিণ্ডউও-পশ্চিম এর সমন্বয়ে গত **১৫** অক্টোবর ২০**১৫** তারিখে হাতিরঝিল প্রকল্পে স্থায়ী/অস্থায়ী ফুড কিওস্ক, বিশেষায়িত সহায়ী ফুড কিওস্ক/পার্কিং/অটো কার ওয়াশ/ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর/শো-র্ল্ম, পার্কিং, চিলড্রেন পার্ক, মিনি জুসবার এবং পাবলিক টয়লেট লীজ প্রদানের নিমিত্তে একটি কর্মকর্তা পর্ষদ গঠন করেন। গঠিত পর্ষদের আলোকে নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং আর্থিক প্রস্ড়াবনার ভিত্তিতে অস্থায়ী ফুড কিওস্ক (বাংলা ফুড, গ্রীন সেভার্স, এইড ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, একমাত্রা ইন্টারপ্রেনার্স লিঃ, দিস ইজ ঢাকা, পণ্ঢাটিনাম পার্ক, দি হ্যাং আউট স্পট, ফুড ট্রিপ, ফুড মোবাইল , চায়না গ্রীল, টুইস্ট অফ টেস্ট, হাঙ্গরী, আড্ডা রেস্ড়োরা, নগর রেস্ড়োরা এবং মাধ্যম লিমিটেড) মোট **১৫**টি অস্থায়ী ফুড কিওস্ক মাসিক **১০** (দশ) হাজার টাকা ও এককালীন সেলামী (অফেরতযোগ্য) ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা প্রদানের ভিত্তিতে এবং স্থায়ী ফুড কিওস্ক (মেহনাজ ফুড কর্ণার , মাহেরা জাবিন ফুড কর্ণার, লেক ভিউ রেষ্টুরেন্ট, জাজ ইন্টারন্যাশনাল, বিবি কিউ রেষ্টুরেন্ট এবং ক্ষুধা রেস্টুরেন্ট) মোট ৬টি স্থায়ী ফুড কিওস্ক মাসিক **১৫** হাজার টাকা ও

এককালিন সেলামী (অফেরতযোগ্য) ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের ভিত্তিতে এবং বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক (KRUATHAI এবং এক্সপো ট্রেডার্স) মাসিক ভাড়া ৩০ (ত্রিশ) হাজার ও সেলামী (অফেরতযোগ্য) ৫ লক্ষ টাকা ১৫ বছরের জন্য এবং কারী লীফ রেস্টুরেন্ট মাসিক ভাড়া ২০ হাজার টাকা সেলামী (অফেরতযোগ্য) ৩ লক্ষ টাকা, কনকর্ড পুলিশ প৺াজা সংলগ্ন কারপার্কিং, কন্ট্রোল র৺ম সহ মিনি রেস্টুরেন্ট (ফাউন্টেইন ভিউ রেষ্টুরেন্ট) এবং (১৫র্- ৪০র্) শো-র৺ম মাসিক ভাড়া ২০ হাজার ও একাকালীন সেলামী (অফেরতযোগ্য) ৩ লক্ষ টাকা এবং বিবি কর্পোরেশন মগবাজার চিলড্রেন পার্ক/কার রাইড মাসিক ভাড়া ১০ হাজার টাকা ও সেলামী (অফোরতযোগ্য) ১ লক্ষ টাকা এবং ম্যাপেল লীফ ফুডস (Bus Stop Shed সংলগ্ন ১০ টি জুস বার) প্রতিটির মাসিক ভাড়া ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) টাকা (কোন সেলামী ব্যতীত) ১৫ বছরের জন্য চূড়া¯ড় ভাবে নির্বাচিত করে লীজ প্রদানের জন্য পর্ষদ মত পোষন করেন। উলে৺খিত প্রতিষ্ঠান সমূহ ইতোমধ্যে আংশিক চালু হওয়ায় ফেব্র৺য়ারি ২০১৭ হতে সব গুলি প্রতিষ্ঠানের ভাড়া কার্যকর করার প্র¯Íাব করা হলো।

খ। মগবাজার পাবলিক টয়লেট এসকে শামছুল হক, কুনিপাড়া পাবলিক টয়লেট মেসার্স মেহেজাবিন এন্টারপ্রাইজ এবং মের৺ল বাড্ডা পাবলিক টয়লেট প৺াটিনাম পার্ক প্রতিটির মাসিক ভাড়া ৫ হাজার টাকা ও সেলামী (অফেরতযোগ্য) ২০ হাজার টাকার প্রদানের ভিত্তিতে ২ বছরের জন্য চূড়া¯ড় ভাবে লীজ প্রদানের জন্য পর্ষদ মত পোষন করেন।

৩। হাতিরঝিল ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিসঃ
গঠিত কর্মকর্তা পর্ষদের আলোকে নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং আর্থিক প্রস্তাবনার ভিত্তিতে পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে ১ম এবং আর্থিক প্রস্তাবনায় সর্বোচ্চ দরদাতা আব্দুল করিম লিমিটেড যার প্রতিমাসে প্রতি সীটের মোট আয়ের ১০% অর্থাৎ ৬৮৭.০০ টাকা ভাড়া (এককালীন সেলামী ব্যতীত) প্রদান করার প্রস্তাব দেন। অপরদিকে বেকমিউনিকেশন এর প্রতিমাসে সীটের মোট আয়ের ৮% অর্থাৎ ৫৫০.০০ টাকা ভাড়া (এককালীন সেলামী ব্যতীত) প্রদান করার প্রস্তাব দেন। বিবি কর্পোরেশন এর প্রতিমাসে প্রতি সীটের মোট আয়ের ৭% অর্থাৎ ৪৮১.০০ (এককালীন সেলামী ব্যতীত) প্রদানের প্রস্তাব দেন। এমতাবস্থায় আব্দুল করিম লিমিটেড কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের সকল দিক বিবেচনা করে হাতিরঝিল ও গুলশান লেকে Water Taxi Service ও প্রয়োজনীয় Public facilities সংক্রান্ত জলযান পরিচালনার লক্ষে ২০ বছরের জন্য লীজ প্রদান করা যেতে পারে বলে পর্ষদ মত পোষণ করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৩০ সীট সম্বলিত ৬ টি বোট পরিচালনার জন্য পর্ষদ সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে বোট এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে পর্ষদ সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে বোট এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে পর্ষদ মতামত দেন। এ লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কর্তৃক ০৪টি Water Taxi Service উদ্ভোধন করেন। পরবর্তীতে মে ২০১৭ তারিখে আরো ০২ টি Water Taxi Service চালু করা হয়। বর্তমানে ০৬ টি Water Taxi Service চালু রয়েছে।

৪। <u>হাতিরঝিল চক্রবার বাস সার্ভিসঃ</u>

গঠিত কর্মকর্তা পর্ষদের আলোকে নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং আর্থিক প্র¯Íাবনার ভিত্তিতে পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বারের ভিত্তিতে ১ম এবং আর্থিক প্র¯Íাবনায় সর্বোচ্চ দরদাতা **এইচ আর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী'র** বর্তমানে প্রতিমাসে ২টি এসি ও ৬টি নন এসি বাসের অনকূলে সর্বমোট আয় ২৪,৫৭,০০০.০০ টাকা। উক্ত প্রতিষ্ঠান সর্বমোট আয়ের ১০% অর্থাৎ ২,৪৫,৭০০.০০ টাকা প্রতিমাসে

(এককালীন সেলামী ব্যতীত) প্রদানের প্রস্ড়াব উপস্থাপন করেন। অপরদিকে **মেসার্স যমুনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী'র** সর্বমোট আয়ের ৮% অর্থাৎ ১,৯৬,৫৬০.০০ টাকা প্রদানের প্রতিমাসে (এককালীন সেলামী ব্যতীত) প্রদানের প্রস্ড়াব উপস্থাপন করেছে এবং নূর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির সর্বমোট আয়ের ৭% অর্থাৎ ১,৭১,৯৯০.০০ টাকা প্রদানের প্রতিমাসে (এককালীন সেলামী ব্যতীত) প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এমতাবস্থায় **এইচ আর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী** কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্ড়াবের সকল দিন বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন করত। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১০ বছরের জন্য বাস সার্ভিস পরিচালনার লক্ষ্যে লীজ প্রদান করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে জনগণ/যাত্রীদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে পর্ষদ মত পোষণ করে। বিগত ২৩.১২.২০১৫ তারিখ মাননীয় গ্রহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকর্তৃক হাতিরঝিল চক্রাকার বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন। এ লক্ষ্যে বিগত জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুলাই/২০১৬ পর্যন্ড় ০৪ টি আগষ্ট-২০১৬ হতে অতিরিক্ত আরো ০১ টি ও সেপ্টম্বর/২০১৬ হতে অতিরিক্ত আরো ১টি সহ সর্বমোট ৬টি নন এসি বাস প্রতিমাস টাকা ২৮৩৫০/- হারে ফেব্রুয়ারী ২০১৬ হতে ০২টি এসি বাস প্রতিমাসে টাকা ৩৭,৮০০/- হারে রাজউকের নির্দিষ্ট ফান্ডে জমা প্রদান করেছেন।

Earning Facilities সমূহ থেকে আয়ের সার সংক্ষেপঃ

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা	একাকালীন অফেরতযোগ্য সেলামী/আয়	মাসিক ভাড়া	মেয়াদ
১।	অস্থায়ী ফুড কিওস্ক	১৫	১১,২৫,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১০ বছর
২।	স্থায়ী ফুড কিওস্ক	০৬	৯,০০,০০০.০০	৯০,০০০.০০	১০ বছর
৩।	বিশেষায়িত স্থায়ী রেষ্টুরেন্ট, ফুড কিওস্ক/কার পার্কিং/চিলড্রেন পার্ক/শো-র‍ুম/অটো কার ওয়াশ এবং মিনি জুসবার	০৬	১৭,০০,০০০.০০	১,৩৫,০০০.০০	১৫ বছর
৪।	পাবলিক টয়লেট	০৩	৬০,০০০.০০	৫,০০০.০০	০২ বছর
৫।	সার্কলার বাস সার্ভিস	০৮	-	২,৪৭,৫০০.০০	১০ বছর
৬।	ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস	০৬	-	১,২৩,৬৬০.০০	২০ বছর
মোট টাকা=			৩৭,৮৫,০০০.০০	৭,৫১,১৬০.০০	

বর্তমান বরাদ্দ স্বাপেক্ষে হাতিরঝিল Earning Facilities সমূহ থেকে এককালীন সেলামী (অফেরযোগ্য) ৩৭,৮৫,০০০.০০ (সাইত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) এবং মাসিক ভাড়া ৭,২১,১৬০.০০ (সাত লক্ষ একান্ন হাজার একশত ষাট টাকা মাত্র) টাকা পাওয়া যাবে।

হাতিরঝিল প্রকল্পের চলমান কাজ ও সার্বিক সমস্যাদি বিষয়ে চেয়ারম্যান, রাজউক মহোদয়ের সভাপতিত্বে হাতিরঝিল প্রকল্পের আর্মিক্যাম্প অফিসে গত ০৭.০২.২০১৭ তারিখ একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ড় মোতাবেক প্রধান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন) রাজউক এবং হাতিরঝিল প্রকল্পের সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ প্রস্ড়াবিত Earning Facilities সমূহের লীজ গ্রহীতাদের চুক্তিপত্রে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ সংযোজনের বিষয়ে আলোচান মোতাবেক সুপারিশ করে।

শর্তসমূহঃ

ক) লীজ গ্রহীতাকে তার নিজ খরচে পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংযোগ গ্রহণ ও নিজ দায়িত্বে নিয়মিত বিল পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন । রাজউক এর জন্য দায়ী থাকবে না। উলেণ্টখ্য যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের বিদ্যুৎ ও পানির লাইন হতে কোন সংযোগ গ্রহণ করা যাবে না।

খ) ফুড কিওস্ক/রেস্টুরেন্ট খাবার দোকান ইত্যাদিতে মান সম্মত এবং বাজার দর অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার পরিবেশন করতে হবে। রাজউক কর্তৃক নিয়োজিত মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সময় সাইট পরিদর্শন পূর্বক মূল্যায়ন রিপোর্ট ও মতামত পেশ করবে।

গ) যার যার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এলাকা/চত্বর নিজ দায়িত্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতঃ ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশনের ময়লর ডাষ্টবিনে অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) রাজউক কর্তৃক নিয়োজিত মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রতি ০২ বৎসর পর পর সার্কুলার বাস সার্ভিস কাজের সার্বিক মান মূল্যায়ন করতঃ সার্ভিস পরিচালনা বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

ঙ) বাসের মান, যাত্রী সেবার উন্নয়নের রাজউকের নির্দেশনামতে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) যাত্রী ছাউনী ও সংশিণ্টষ্ট কাউন্টার এলাকা নিজ দায়িত্বে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ছ) রাজউক কর্তৃক নিয়োজিত মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রতি ০৩ বৎসর পর পর ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভস কাজের মান মূল্যায়ন করতঃ মেয়াদ নবায়নের বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

জ) ওয়াটার ট্রাক্সি ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাজউক বরাবর আনুপাতিক হারে মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি প্রদান করবে।

ঝ) বাস/ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস ইত্যাদি নির্ধারিত মানের চেয়ে নিম্নমানের সার্ভিস সুবিধা পরিচালিত হলে চুক্তি বাতিলযোগ্য।

ঞ) পর পর ০৩ মাসের ভাড়া বকেয়া হলেই চুক্তিপত্র বাতিলযোগ্য।

ট) লীজ গ্রহীতাগণকে রাজউক এর সাথে প্রচলিত নিয়মে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।

ঠ) যে সকল স্থায়ী ফুড কিওস্ক/রেস্টুরেন্ট/কার পার্কিং ও চিলড্রেন পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা লীজ গ্রহীতা কর্তৃক নির্মিত করা হয়েছে। তা মেয়াদান্ড়ে নবায়ন করা না হলে মেয়াদ শেষে মূল স্থাপনা খালী ও অক্ষত অবস্থায় রাজউক বরাবার হস্ড়ান্ড়র করতে হবে।

ড) হাতিরঝিল প্রকল্পের গঠিত মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ড়/নির্দেশনা বাস্ড়বায়ন করা না হলে রাজউক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় লীজ বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ রাখে।

আলোচ্য Earning Facilities সমূহ লজি প্রদান বিষয়ে গত ২৩.০২.২০১৭ তারিখে কর্তৃপক্ষ ০২/২০১৭ তম সভায় ভূতাপেক্ষা (Post Approval) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে, পুনরায় পরীক্ষা পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ড় গৃহিত হয়। এলক্ষ্যে বিষয়টি নিয়ে প্রধান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন), প্রকল্প পরিচালক (হাতিরঝিল) রাজউক ও প্রকল্প কর্মকর্তা SWO-পশ্চিম সহ পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক আলোচনা করা হয়। আলোচনা মোতাবেক উলেণ্টখিত শর্ত সমূহের কিছু আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় উলেণ্টখিত বিবরণ মোতাবেক লীজ প্রদানকৃত Earning Facilities সমূহ ভূতাপেক্ষা অনুমোদন (Post Approval) এর জন্য পুনরায় কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপন করা হলো।

৩৭.২। <u>আলোচনাঃ</u>

উপর্যুক্ত বিষেয়ের উপর সদস্য-পর্ষদ বিস্ড়রিত আলোচনা শেষে নিণ্ড়রূপ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে:

৩৭.৩। <u>সিদ্ধান্ড়</u>

বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের সকল রক্ষনাবেক্ষণ, ক্লিনিং/নিরাপত্তা/গার্ডেনিং সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বাস্ড়বায়নের প্রকল্পের আয় থেকে নির্বাহের লক্ষ্যে SWO কর্তৃক লীজ প্রদানকৃত Earning Facilities এর ইজারা প্রদানের সুপারিশ সমূহ বর্ণিত শর্তাধীনের ভুতাপেক্ষা অনুমোদনের (Post Approval) সিদ্ধান্ড় গৃহীত হলো।

৩৭.৪। <u>বাস্ড়বায়নেঃ</u>

উন্নয়ন শাখা।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
২৫.০৪.২০১৭
এম বজলুল করিম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

স্মারক নং- ২৫.৩৯.০০০০.০০৭.০৬.০০১.১৬-১৫ স্থাঃ তারিখঃ ২৫.০৪.২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

১। সচিব
গ্রহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ড় সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন)
রাজউক, ঢাকা।
(সকল সদস্য, শাখা/বিভাগীয় প্রধান, রাজউক, ঢাকা)।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
(সুশান্ত চাকমা)
সচিব
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১২.১২.২০১৭ তারিখের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর (বোর্ড সভার ক্রমিক ১৫/২০১৭তম) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-2-4

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সাধারণ সভার কার্যবিবরণীঃ

কর্তৃপক্ষ এর সভার ক্রমিক	:	**১৫/২০১৭তম।**
সভাপতি	:	**জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, চেয়ারম্যান, রাজউক।**
বোর্ড সভার তারিখ	:	**১২.১২.২০১৭খ্রি.।**
গভার ধরন	:	**সাধারণ সভা।**
গভার স্থান	:	**রাজউক সভাকক্ষ।**

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। জনাব মোঃ আসমাউল হোসেন, সগস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ), রাজউক, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন খান, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি), রাজউক, ঢাকা।
৩। জনাব ফারুক আহমেদ, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), রাজউক, ঢাকা।
৪। জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি, সদস্য (পরিকল্পনা) এবঙ সদস্য (উন্নয়ন, অতিরিক্ত দায়িত্ব) রাজউক, ঢাকা।

কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থিত সহায়তাকারী কর্মকর্তাবৃন্দঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রদান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন), রাজউক, ঢাকা।
২। জনাব এ. এস. এম. রায়হানুল ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প ও ডিজাইন), রাজউক, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, পরিচালক (প্রশাসন), রাজউক, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ আনিছুর রহামান মিঞা, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১), রাজউক, ঢাকা।
৪। জনাব নার্গিস তানজিমান আরা, প্রধান নগর স্থপতি, স্থাপত্য শাখা, রাজউক, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নগর স্থপতি, স্থাপত্য শাখা, রাজউক, ঢাকা।
৬। জনাব সুশান্ড় চাকমা, সচিব, রাজউক, ঢাকা।
৭। জনাব মোঃ আবু কাউছার মলিণ্ডক, পরিছালক (অর্থ ও হিসাব), রাজউক, ঢাকা।
৮। শেখ শাহীনুল ইসলাম, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২), রাজউক, ঢাকা।
৯। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা।
১০। জনাব মোঃ জামাল আক্তার ভূঁইয়া, প্রকল্প পরিচালক, (হাতিরঝিল প্রকল্প), রাজউক, ঢাকা।
১১। জনাব মুজাফফার উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন), রাজউক, ঢাকা।
১২। জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (গ্রীন বিল্ডিং প্রকল্প), রাজউক, ঢাকা।
১৩। জনাব এসডি আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (যান্ত্রিক), রাজউক, ঢাকা।
১৪। জনাব মোঃ মাহফুজুল করিম, আইন কর্মকর্তা, রাজউক, ঢাকা।
১৫। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন-২), রাজউক, ঢাকা।

৬.১। **প্রাক্কলন প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা ও আদেশঃ-**

মালিবাগ ও অফিসার্স কোয়ার্টারের পূর্ব কম্পাউন্ড ক্যাম্পাসে ৫টি ৪ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন, একটি গ্যারেজ ভবন, একটি অফিসার্স ক্লাব, পাম্প হাউজ, সিকিউরিটি

লাইটসহ আনুসাঙ্গিক স্থাপনা রয়েছে। অফিসার্স কোয়ার্টার ভবনগুলি দীর্ঘদিন পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে। কোয়াটারগুলোতে তখনকার সময় সার্ভস লাইন স্থাপন করা আছে। ভবন নং ৩ ও ৪ এ Over head service line এব ভবন নং ৫, ৬ ও ৮ এ আন্ডরগ্রাইন্ড ক্যাবল দ্বারা লাইন সংযোগ দেওয়া আছে।। দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত সার্ভস লাইনের ক্যাবলের সাইজ বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় ভবনের লোডের চাহিদা মোতাবেক পুরাতন ক্যাবল দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া Circuit Breaker, Bus bar অতি পুরাতন ও আন্ডার সাইজ হওয়ায় ইহা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অন্যথায় যেকোন সময় বড় ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অফিসার্স কোয়াটারগুলো বাহিঃস্থ (External) বৈদ্যুতিক Cable, MDB Board, Bus Bur, TPMCCB, Digital Meter ইত্যাদি পরিবর্তন করার জন্য একখানা প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। উক্ত প্রাক্কলনখান ডিজভইন (রাজউক) বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষান্ড়ে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাক্কলনের কাজের অংশে টাকার পরিমান ৩১,৭৪,৮৯১/- (এত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত একানব্বই টাকা মাত্র)।

৪। **ব্যয় খাত এবং বর্ণনা ঃ** রাজস্ব বাজেটের অন্ড়র্ভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান নির্মান কাজ হতে উক্ত কাজের ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। উক্ত খাতে ২০১৭-২০১৮ প্রস্ড়াবিত বাজেট ৫০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে।

৫। এমতাবস্থায়, প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপন করা হলো।

৬.২। আলোচনাঃ

মালিবাগস্থ রাজউকের অফিসার্স কোয়ার্টারের পূর্ব পাশের কমপাউন্ড ভবন গুলার সার্ভিস লাইন, এমডিবি বোর্ড, এমসিসিবি ও বাসবার পরিবর্তন করণ কাজের প্রাক্কলন সভায় উপস্থাপন করা হলে সভায় উপস্থিত সদস্য-পর্ষদ আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেঃ

৬.৩। সিদ্ধান্ড়

মালিবাগস্থ রাজউকের অফিসার্স কোয়ার্টারের পূর্ব পাশের কমপাউন্ড ভবনগুলোর সার্ভস লাইন, এমডিবি বোর্ড, এমসিসিবি ও বাসবার পরিবর্তন করণ ক্যাজের টাকা ৩১,৭৪,৮৯১/- (একত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত একানব্বই টাকা মাত্র) মূল্যায়নের প্রাক্কলনটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ড়গ্রহীত হলো।

৬.৪। বাস্ড়বায়নেঃ

উন্নয়ন শাখা।

৭। বিষয়ঃ

হাতিরঝিল প্রকল্পের সকল রক্ষনাবেক্ষণ, ক্লিনিং/নিরাপত্তা/গার্ডেনিং সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বাস্ড়বায়নে প্রকল্পের আয় থেকে নির্বাহের লক্ষ্যে চলমান বিভিন্ন Earning Facilities এর মধ্যে বাস্ড়বতায় ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার নিরীখে মালিকানা পরিবর্তন/অন্ড়র্ভুক্ত, স্থান পরিবার্তন এবং চক্রাকার বাস সার্ভস পাবলিক টয়লেট, ওয়াটার ট্যাক্সি, প্যাডেল বোট ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি/মডেল পরিবর্তনের প্রস্ড়াবনা সমূহ অনুমোদন।

৭.১। কার্যপত্রের বিবরণঃ

"বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমানে চলমান কাজের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে গত ২০.০৯.২০১৭ তারিখ চেয়ারম্যান রাজউক মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহানগর আর্মিক্যাম্পের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সবায় হাতিরঝিল প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে চলমান বিভিন্ন Earning Facilities সমূহের বাস্ড়বায়নতায় ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) এর প্রস্ড়াবনামতে নিম্নোক্ত আলোচনা হয়।

ক) Food Kisok সংক্রান্ড়

নাম/মালিকানা পরিবর্তনঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পূর্বের বরাদ্দকৃত মালিকের নাম	বর্তমানে পরিবর্তীত প্রস্ড়াবিত মালিকের নাম
১।	মাধ্যম লিঃ	তুষার আব্দুলণ্ডাহ	আলাউদ্দিন আহমেদ
২।	দিস ইজ ঢাকা	মাজহারর্ল্ল হক চৌধুরী	উইং কমান্ডার এ.কে এম কামাল উদ্দিন (অবঃ)

নতুন অন্তর্ভুক্তঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পূর্বের বরাদ্দকৃত মালিকের নাম	মন্তব্য
১।	ঝিল রেস্তোঁরা	নিগার হায়দার	বাড্ডা এলাকায় বর্ধিত পর্যটকদেও সুবিধার্থে
২।	ইট ইটালিয়া	হোসেন মোঃ মোকারম	পূর্ববর্তী অনুমোদন তালিকায় ভুলবশত অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

স্থান পরিবর্তনঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত স্থান	পরিবর্তিত স্থান	পরিবর্তনের কারণ
১।	চায়না গ্রীল	ঘাট-৩	পুলিশ প্লাজা সংলগ্ন	ঘাট-৩ এলাকায় জায়গার অপ্রতুলতা

খ। পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণঃ

হাতিরঝিলের ক্রমবর্ধমান আগমনকারী দর্শনার্থীদের তুলনায় পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা (বর্তমানে ০৪টি) খুবই অপ্রতুল। এ প্রেক্ষিতে আরও ০৪টি নতুন পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত স্থান সমূহে উক্ত ০৪টি পাবলিক টয়লেট স্থান করা যেতে পারেঃ

১। তেজগাঁও সাতরাস্তা পার্কিং সংলগ্ন-০১টি।
২। মধুবাগ ব্রীজ (ব্রীজ-১) এর পূর্বপ্রান্তে-০১টি।
৩। রামপুরা ব্রীজ ও সাউথ ইউলুপ সংলগ্ন-০১টি।
৪। বউ বাজার এলাকা-০১টি (প্রস্তাবিত ৬০ ফুট চওড়া সংযোগ সড়ক সংলগ্ন)।

গ। ওয়াটার ট্যাক্সি সংখ্যা বৃদ্ধি ও মডেল পরিবর্তনঃ

হাতিরঝিল প্রকল্পের লেকে প্রথমদিকে ওয়াটার ট্যাক্সি বিনোদনের জন্য বিবেচিত হলেও বর্তমানে এটি একটি নিয়মিত যাতায়াত মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং নিয়মিত যাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ওয়াটার ট্যাক্সির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে মোট ১০টি ওয়াটার ট্যাক্সি চলমান রয়েছে (৩৫ আসন বিশিষ্ট ০৬টি এবং ৪২ আসন বিশিষ্ট ০৪টি)। আরও ০৩টি ৫০ আসন বিশিষ্ট উন্নত ও আধুনিকতর মডেলের ওয়াটার ট্যাক্সি সংযোজন করা প্রয়োজন।

ঘ। প্যাডেল বোট চালুকরণঃ

হাতিরঝিলে আগত পর্যটকদের বিনোদনের সুবিধার্থে পরীক্ষামূলক ভবে প্যাডেল বোট চালু করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট ঘেরাওকৃত স্থানে এ বোট সমূহ স্বল্প পরিসরে চলাচল করা যা ওয়াটার ট্যাক্সি চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করে না। জনসাধারণের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এই প্যাডেল বোট সমূহ নিয়মিতভাবে চালু করা প্রয়োজন।
প্যাডেল বোটের প্রয়োজনীয় বিবিরণ নিম্নরূপঃ
প্যাডেল বোট এর সংখ্যা- ২০টি, ভাড়াঃ ৩০ মিনিট- ১৫০ টাকা, ৬০ মিনিট- ২৫০ টাকা।

ঙ। ওয়াটার ট্যাক্সির সংখ্যা বৃদ্ধি করণঃ

বর্তমানে তেজগাঁও ও বাড্ডা এলাকায় ০২টি ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল চালু রয়েছে। কিন্তু ওয়াটার ট্যাক্সি বর্তমানে একটি নিয়মিত যাতায়াত মাধ্যমে পরিনত হয়েছে এবং দৈনিক যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে পুলিশ প্লাজা ও রামপুরা এলাকায় আরও দুটি ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল স্থাপন করা প্রয়োজন।

চ। অফপিক আওয়ারে স্বল্প দূরত্বে যাত্রী পরিবহনের জন্য ছোট বোট চালু করণঃ

ওয়াটার ট্যাক্সি সমূহে পিক আওয়ারে যেমন সকালে অফিস গমনকালীন ও বিকাল/সন্ধ্যায় অফিস ফেরৎকালীন সময়ে যাত্রী সংখ্যা বেশী থাকে এবং অফপিক আওয়ারে অর্থাৎ দিনের মধ্যভাগে যাত্রী সংখ্যা বেশ কম থাকে। এর ফলে ট্রিপ এর সময়সূচী ঠিক রাখতে গিয়ে অতি অল্প সংখ্যক যাত্রী নিয়েই ট্রিপ দিতে হয়, যা ওয়াটার ট্যাক্সি'র জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয়ের সাথে সাশ্রয়ী হয় না। এমতাবস্থায় অফপিক আওয়ারে স্বল্প সিটের (১৫-২০ সিট) ছোট ছোট চালু করা হলে তা যেমন যাত্রীদের চাহিদা মেটাবে, তেমনি উক্ত অফপিক আওয়ার বড় বোট সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে যা বোট সমূহের স্থায়ীত্বকালে বাড়াবে। এমতাবস্থায় ০৫টি ছোট বোট অফপিক আওয়ারে পরিচালনের অনুমতি প্রয়োজন। বোট সমূহের মাসিক ভাড়া পূর্ববর্তী সভার অনুমোদন মেতাবেক সিট সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে যা চুক্তিপত্রে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

চ। ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল সংলগ্ন সুভিনিয়রশপ ও বোটের ভাড়ার কাঠামো পৃথকীকরণ ও পুনঃ নির্ধারণঃ

ওয়াটার ট্যাক্সি চালুর প্রাথমিক পর্যায়ে তেজগাঁও বাড্ডা ট্যাক্সি টার্মিনাল দুটির স্থাপনার সাথে নির্মিত শপ দুটি স্বল্প পরিসরে সুভেনির শপ হিসেবে ওয়াটার ট্যাক্সির প্রতি সিটের ভাড়া সাথে একত্রে সমন্বয় করে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও আগত দর্শনার্থীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে উক্ত স্যুভেনির শপদ্বয়ের পরিধির সেবা উভয়ই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং বর্তমানে সুভেনিয়র শপ এর পাশাপাশি ফুড পয়েন্ট হিসেবেও কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমতাবস্থায় উক্ত শপদ্বয়ের ভাড়ার কাঠামো ওয়াটার ট্যাক্সির ভাড়ার কাঠামো হতে পৃথক করে বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক হিসেবে অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

জ। চক্রাকার বাস সার্ভিস এর বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করণঃ

চক্রাকার বাস সার্ভিস বর্তমানে অত্যন্ড় জনপ্রিয় ও নিয়মিত পরিবহন হিসেবে জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদার তুলনায় বর্তমানে চলমান ০৮টি চক্রাকার বাস যথেষ্ট হচ্ছে না। এর সুযোগে বিভিন্ন ফিটনেস বিহীন ভাড়ায় চালিত মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, মটর সাইকেল ও সিএনজি অবৈধ ভাবে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন করছে। এর ফলে হাতিরঝিলের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায় মারাত্বক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দূর্ঘটনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা, ট্রাফিক সমস্যা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ড় সমস্যা বিবেচনায় চক্রাকার বাস সার্ভিস এর বসের সংখ্যা নিম্নরূপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

	এসি	ননএসি	মোট
বর্তমান সংখ্যা	২	৬	৮
বৃদ্ধি প্রয়োজন	২	৪	৬
মোট	৪	১০	১৪

ঝ। মগবাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন খালি জায়গা ভাড়ার বিনিময় ব্যবহার প্রসঙ্গেঃ

মগবাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন এস কে টাওয়ার পার্শ্ববর্তী খালি ত্রিকোণাকৃতি জায়গাটি বোট রক্ষনাবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ড় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আব্দুল করিম লিঃ কে মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা পয়োজন।

উক্ত সভায় বিস্ড়ারিত বর্ণিত আলোচনা শেষে নিম্লোক্ত প্রস্ড়াবনা সমূহ পেশ করা হয়:
প্রস্ড়াবনা সমূহঃ

Food Kiosk সংক্রান্ড়

নাম/মালিকানা পরিবর্তন:

১। মাধ্যম লিঃ প্রতিষ্ঠানের পূর্বের বরাদ্দকৃত মালিক তুষার আব্দুলণ্যাহ পরিবর্তে বর্তমানে আলাউদ্দিন আহমেদ অন্ড়র্ভূক্ত হবে।
২। দিস ইজ ঢাকা প্রতিষ্ঠানের পূর্বে বরাদ্দকৃত মালক মাজহারুল হক চৌধুরী পরিবর্তে বর্তমানে উইং কমান্ডার এ. কে. এম কামাল উদ্দিন (অবঃ) অন্ড়র্ভূক্ত হবে।
৩।

নতুন অন্ড়র্ভূক্তিঃ

৪। বাড্ডা এলাকায় বর্ধিত পর্যটকদের সুবিধার্থে ঝিল রেস্ড়োরা প্রতিষ্ঠানের মালিক নিগার হায়দার নামে বরাদ্দ করণ।
৫। ইট ইটালিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক হোসেন মোঃ মোকারম পূর্বের লীজ বরাদ্দকৃত অনুমোদন তালকায় ভুলবশত অন্ড়র্ভূক্ত না হওয়ায় নতুন ভাবে অন্ড়র্ভূক্তি করণ।

স্থান পরিবর্তনঃ

৬। চায়না গ্রীল প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দকৃত স্থান ঘাট নং-০৩ সংলগ্ন জায়গার অপ্রতুলতায় পুলিশ পণ্যাজা সংলগ্ন এলাকায় স্থান পরিবর্তন করণ।

খ। পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণঃ

হাতিরঝিল আগত দশনার্থীদের তুলনায় পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা কম হওয়ায় ১। তেজগাঁও সাতরাস্ড় পার্কিং সংলগ্ন, ২। মধুবাগ ব্রীজ (ব্রীজ-১) এর পূর্বপ্রান্ড়ে, ৩। রামপুরা ব্রীজ ও সাউথ ইউলুপ সংলগ্ন, ৪। বৌ বাজার এলাকা (প্রস্ড়াবিত তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ৬০ ফুট চওড়া সংযোগ সড়ক সংলগ্ন) মোট ০৪টি পাবলিক টয়লেট স্থাপন করণ।

গ। ওয়াটার ট্যাক্সির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মডেল পরিবর্তনঃ

হাতিরঝিল প্রকল্পে ক্রমবর্ধমান যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে বর্তমানে মোট ১০টি ওয়াটার ট্যাক্সি চলমান রয়েছে (৩৫ আসন বিশিষ্ট ০৬টি এবং ৪২ আসন বিশিষ্ট)। আরও ০৩টি ৫০ আসন বিশিষ্ট উন্নত ও আধুনিকতর মডেলের ওয়াটার ট্যাক্সি সংযোজন করণ।

ঘ। প্যাডেল বোট চালুকরণঃ

জনসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০টি প্যাডেল বোট ৩০ মিটার ও ৬০ মিটার সময়ের জন্য এ যথাক্রমে ১৫০/- ও ২৫০/- হারে ভাড়া চালু করণ।

ঙ। ওয়াটার ট্যাক্সির সংখ্যা বৃদ্ধি করণঃ

হাতিরঝিল লেকে বর্তমানে চলমান ওয়াটার ট্যাক্সিতে জনগণের যাতায়াতের চাহিদার আলোকে গুলশান পুলিশ পণ্ডাজা ও রামপুরা এলাকা ০২টি ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল স্থাপন।

চ। অফপিক আওয়ারে স্বল্প দূরত্বে যাত্রী পরিবহনের জন্য ছোট বোট চালু করণঃ

বর্তমানে চলমান ৩০/৩৫ সিটের ওয়াটার ট্যাক্সি অফপিক আওয়ারে যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস থাকায় স্বল্প সিটের ১৫/২০ সিটের ০৫ ছোট ছোট বোট চালু করণ।

ছ। ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল সংলগ্ন সুভিনিয়রশপ ও বোটের ভাড়ার কাঠামো পৃথকীকরণ ও পুনঃ নির্ধারণঃ

ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস চালুর প্রাথিমিক পর্যায়ে তেজগাঁও ও বাড্ডা ট্যাক্সি টার্মিনাল দুটির স্থাপনার সাথে নির্মিত শপ দুটি স্বল্প পরিসরে সুভেনির শপ হিসেবে ওয়াটার ট্যাক্সির প্রতি সিটের বাড়ার সাথে একত্রে সমন্বয় করে মাসিক ভাড়া সাথে নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে যাত্রী ও আগত দর্শণার্থীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে উক্ত শপদ্বয়ের ভাড়ার টাকা ওয়াটার ট্যাক্সি ভাড়া পৃথক করে আলাদাভাবে ভাড়া প্রদান।

জ। চক্রাকার বাস সার্ভিস এর বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করণঃ

বর্তমানে চলমান চক্রাকার বাস সার্ভিস জনপ্রিয় ও নিয়মিত পরিবহন হিসেবে জনসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে চলমান ৮টি বাস হতে ১৪ টিতে বৃদ্ধি করণ।

ঝ। মগবাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন খালি জায়গা ভাড়ার বিনিময় ব্যবহারের অনুমতি প্রদানঃ

মগবাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন এস কে টাওয়ার পার্শ্ববর্তী খালি জায়গাটি বোট রক্ষনাবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ড় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়াটার ট্যাক্সি ইজারা গ্রহীতা আব্দুল করিম লিঃ কে মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান।

এমতাবস্থায়, উলেণ্টখিত প্রস্ড়বনা সমূহ সদয় অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপন করা হল।

বিষয়ঃ- "বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমানে চলমান কাজের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিত্ব করেন : জনাব মোঃ আবদুর রহমান, চেয়ারম্যান, রাজউক।
স্থান : মহানগর আর্মি ক্যাম্প, রামপুরা, ঢাকা।
তারিখ : ২০.০৯.২০১৭ ইং।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট "ক"।

২.০। আলোচনাঃ

২.১। সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুর" করেন। প্রথমেই হাতিরঝিল প্রকল্পের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ প্রকল্পের বিভিন্ন চলমান কাজের বিভিন্ন সমস্যাদি ও সভার আলোচ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। অতঃপর সভাপতি প্রকল্পের কাজের বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি ও সমস্যাদি বিষয়ে সভাকে অবহিত করা জন্য প্রকল্প পরিচালক (রাজউক)এবং ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রকশন ব্রিগেড এর প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর এ এস এম সাদিক শাহরিয়ারকে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান হয়। সভায় যে সকল আলোচনা ও সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়, তা নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা ও বাস্ড়বায়ন/অগ্রগতি	সিদ্ধান্ড়
১	রাজউক এবং আরটিভি কর্তৃপক্ষের	প্রকল্প পরিচালক (রাজউক) জানান যে, ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন নির্মিতব্য স্থানের ৭.৬৯ কাঠা (৫৫৩৪.০০ বঃ ফুঃ) জমি আরটিভি কর্তৃপক্ষ	ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন নির্মিতব্য স্থানে

	সাথে সম্পাদিত MOU এর আলোকে ‘ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন’ নির্মিতব্য স্থানে আরটিভির জায়গা রেজিষ্ট্রেশন প্রসঙ্গে।	কর্তৃক রাজউক বরাবর দানসূত্রে আনুষাঙ্গিক খরচসহ দ্রুত রেজিষ্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করার কথা। এলক্ষ্যে রাজউক এর আইন শাখার একটি খসড়া দালিল প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি আরটিভি কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রেশন কার্য সম্পাদন করেনি। আরটিভি’র প্রতিনিধি জনাব হুমায়ন কবির, ম্যনেজিং ডাইরক্টর, বেঙ্গল গ্রুপ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে, তাদের প্রস্তাবিত জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্য রাজউক হতে ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই বাণিজ্যিক ভবনের নকশা অনুমোদনের জন্য রাজউকে জমা প্রদান করা হবে। এলক্ষ্যে সভার সভাপতি জানান যে, নকশা জমা প্রদান করা হলে রাজউক স্বল্প সময়ের মধ্য অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতঃপর তিনি জমি রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে মধ্যে সম্পাদনের আশ্বাস প্রদান করেন।	আরটিভি’র ৭.৬৯ কাঠা জায়গা দ্রুততম সময়ের মধ্যে দানসূত্রে আনুষাঙ্গিক খরচাদিসহ রেজিষ্ট্রি কার্যক্রম আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২	প্রকল্পের চলমান ও অসমাপ্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।	সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর এ এস এম সাদিক শাহরিয়ার প্রকল্পের চলমান কাজের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থাপন করেন। যা নিম্নরূপঃ **<u>ক) নর্থ ইউলুপ নির্মাণঃ</u>** নর্থ ইউলুপ এর নির্মাণ কাজ ৮১% সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান ষ্টীল অংশের নাট জয়েন্টের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কংক্রিট অংশের কাজ, র‌্যাম্প ও সার্ভিস রোডের কাজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলছে। অবশিষ্ট কাজ আগামী মার্চ, ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।	ক) প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে সকল অসমাপ্ত কাজসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে ০২ শিফটে কাজ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।
		<u>খ) ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনঃ</u> ভবনের ৩৪% কাজে সম্পন্ন হয়েছে। ০৬ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী জুন, ২০১৮ এর মধ্যে কাজ শেষ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ জানান যে, জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। সেক্ষেত্রে হাতিরঝিল প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের কাজ শেষ করা সম্ভব না হলে রাজউক ও ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড এর মধ্যে একটি আলাদা নির্মাণ কার্য চুক্তির মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজ পরবর্তী প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত চলমান রাখা যেতে পারে। এছাড়াও প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য যে অতিরিক্ত ০৩ মাস সময় পাওয়া যাবে, তার মধ্যেই অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। সভার সভাপতি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদয় অর্থ ছাড় করনের জন্য প্রকল্প পরিচালক (রাজউক) নির্দেশনা প্রদান করেন। ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের ৯ম ও ১০ম তলার ডিজাইনে সাধারণ অডিটরিয়াম হিসেবে দেখানো আছে, কিন্তু সেখানে আরও উন্নতমানের 3D/7D থিয়েটার করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে লীজ গ্রহীতাকে নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে তৈরী করার জন্য বলা যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ জানান যে, পার্কিং বিল্ডিং হতে গাড়ি নির্গমন, ম্যানেজমেন্ট বিল্ডিং সংলগ্ন আরটিভি কর্তৃক নির্মিতব্য বহুতল বাণিজ্যিক ভবনের গাড়ী ও নিকেতন এর রাস্তার গাড়ী সমূহের যাতায়াতের ফলে সৃষ্ট ত্রিমুখী যানজট এড়ানোর লক্ষ্যে একটি আন্ডারপাস নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে যা পার্কিং	খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন পত্রের শর্ত মোতাবেক সকল কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) ম্যনেজমেন্ট ইউনিট ভবনের সম্মূখ্যে আন্ডারপাস নির্মাণ বিষয়টি এস্ফিথিয়েটার ও ১০ (দশ) তলা ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের কৃতকার্য ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিজ ব্যয়ে উদ্ধৃত দরে অন্তর্ভূক্ত না রাখার বিষয়টি শর্ত হিসেবে প্রাক ইজারা সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) সাউথ লুপ পূর্ব প্রামেত্মর গোল চক্কর সংলগ্ন খালি জায়গায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রস্তাবনা মতে চিলড্রেন

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>বিল্ডিং এর গাড়ী সমূহকে নিকেতন এর রাস্ড়র নীচ দিয়ে গুলশান অভিমূখী রাস্ড়য় পৌঁছে দিবে। টানেলটি খুবই সহজভবে ডিজাইন করা হচ্ছে এবং স্বল্প ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা যাবে। ম্যানেজমেন্ট ও পার্কিং বিল্ডিং এর লীজ গ্রহীতাকে পার্কিং ও ম্যানেজমেন্ট এর সুবিধার্থে নিজস্ব অর্থব্যয়ে উক্ত টানেল নির্মাণ করার জন্য বলা যেতে পারে। এলক্ষ্যে সভার সভাপতি জানান যে, লীজ গ্রহীতার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে ৯ম ও ১০ম তলায় 3D/7D থিয়েটার স্থাপন ও ভবনের বর্হিগমন মুখে টানেল তৈরির বিষয়টি পৃথক শর্ত হিসেবে প্রাক ইজারা সবায় আলোচনাপূর্বক লীজ ডকুমেন্ট অন্ড়র্ভুক্ত করতে হবে। তবে কোনক্রমেই লীজ গ্রহীতার উদ্ধৃত দর এর অর্থের সাথে উক্ত আন্ডার গ্রাইন্ড নির্মাণের ব্যয়সমূহ সমন্বয় করা যাবে না।
প্রধান প্রকৌশলী (প্রঃ ও ডিঃ) জানান যে, লীজ গ্রহীতার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে ৯ম ও ১০ম তলার থিয়েটার নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলে ভবনের নীচের অংশের কাজের ব্যাপারে বেশী গুর"ত্ব ও সময় দেওয়া সম্ভব হবে যা নির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।
<u>গ) Separation of Sanitary Sewert</u>
প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, ৫০% কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজটি বেশ কষ্টসাধ্য ও সমস্যাপূর্ণ। প্রলম্বিত অতিবৃষ্টির কারণে কাজে মারাত্নক ব্যাঘাত ও সময় দীর্ঘয়িত হয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে চলাচল পথ খোলা রাখতে গিয়ে সব রাস্ড় একই সাথে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সময় ব্যয় হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০১৭ এর মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা যাবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।
<u>ঘ) সাইথ ইউলুপ সংলগ্ন বনশ্রী প্রবেশ মুখে গোলচক্করের বামে খালি জায়গায় চিলড্রেন পার্ক নির্মাণঃ</u> সভার সভাপতি জানান যে, বিষয়োক্ত উন্মুক্ত স্থানটির সুষ্ঠ ব্যবহার না করলে পরবর্তীতে স্থানটি সংরক্ষন করা সম্ভব হবে না। প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ উক্ত স্থানে একটি মেকানিক্যাল চিলড্রেন পার্ক করার প্রস্ড়ব করেন এবং উৎসাহী ইনভেষ্টর দ্বারা সম্পূর্ণ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে একটি চিলড্রেন পার্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্ড়াবনাটি গৃহীত হয়।</td>
<td>পার্ক তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>হাতিরঝিল প্রকল্পের Earning Facilities সমূহের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি প্রসঙ্গে।</td>
<td>হাতিরঝিল প্রকল্পের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে চলমান বিভিন্ন Earning Facilities সংক্রান্ড় বিষায়াদি নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা হয়ঃ
ক) <u>Food Kiosk</u> সংক্রান্ড় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড) এর প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, বাস্ড়বায়নতায় ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মালিকানা পরিবর্তন, নতুন অন্ড়র্ভুক্তি ও স্থান পরিবর্তনের কারণে নিন্মোক্ত প্রস্ড়াব অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেনঃ
নাম/মালিকানা পরিবর্তনঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>প্রতিষ্ঠানের নাম</th><th>পূর্বের বরাদ্দকৃত মালিকের নাম</th><th>বর্তমানে পরিবর্তিত প্রস্ড়াবিত মালিকের নাম</th></tr>
<tr><td>১</td><td>মাধ্যম লিঃ</td><td>তুষার আব্দুলণ্যাহ</td><td>আলাউদ্দিন আহমেদ</td></tr>
<tr><td>২</td><td>দিস ইজ</td><td>মাজহার"ল</td><td>উইং</td></tr>
</table></td>
<td>ক) প্রস্ড়াবিত - Earning Facilities সমূহ রাজউক কর্তৃপক্ষ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের গৃহীত হয়।</td>
</tr>
</table>

	ঢাকা	হক চৌধুরী	কমান্ডার এ. কে এম কামাল উদ্দিন (অবঃ)

নতুন অন্তর্ভুক্ত:

ক্রঃ নং	**প্রতিষ্ঠানের নাম**	**বরাদ্দকৃত মালিকের নাম**	**মন্তব্য**
১	ঝিল রেস্তোরা	নিগার হায়দার	বাড্ডা এলাকায় বর্ধিত পর্যটকদের সুবিধার্থে
২	ইট ইটালিয়া	হোসেন মোঃ মোকারম	পূর্ববর্তী অনুমোদন তালিকায় ভুলবশত অন্তর্ভুক্ত হয় নাই

স্থান পরিবর্তনঃ

ক্রঃ নং	**প্রতিষ্ঠানের নাম**	**বরাদ্দকৃত স্থান**	**পরিবর্তিত স্থান**	**পরিবর্তনের কারণ**
১	চায়না গ্রীল	ঘাট-৩	পুলিশ পন্টাজা সংলগ্ন	ঘাট-৩ এলাকায় জায়গার অপ্রতুলতা

খ) <u>পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণঃ</u> প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, হাতিরঝিলের ক্রমবর্ধমান আগমনকারী দর্শনার্থদের তুলনায় পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা (বর্তমানে ০৪টি) খুবই অপ্রতুল। এ প্রেক্ষিতে আরও ০৪টি নতুন পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত স্থান সমূহে উক্ত ০৪টি পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারেঃ

১। তেজগাঁও সাতরাস্তা পার্কিং সংলগ্ন -০১টি
২। মধুবাগ ব্রীজ (ব্রীজ-১) এর পূর্বপ্রান্তে-০১টি
৩। রামপুরা ব্রীজ ও সাউথ ইউলুপ সংলগ্ন-০১টি
৪। বউ বাজার এলাকা-০১টি (প্রস্তাবিত ৬০র্ চওড়া সংযোগ সড়ক নির্মাণকালীন সময়ে তৈরী করা হবে।

খ) ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক Security, Traffic Cleaning এবং Cleaning ও Cleaning কাজের জনবল বৃদ্ধিও ও ব্যয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করবে।

গ) <u>ওয়াটার ট্যাক্সি সংখ্যা বৃদ্ধি ও মডেল পরিবর্তনঃ</u> প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, প্রথমদিকে ওয়াটার ট্যাক্সি বিনোদনের জন্য বিবেচিত হলেও বর্তমানে এটি একটি নিয়মিত যাতায়াত মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং নিয়মিত যাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ক্রমবর্ধন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ওয়াটার ট্যাক্সিও সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে মোট ১০টি ওয়াটার ট্রাক্সি চলমান রয়েছে (৩৫ আসন বিশিষ্ট ০৬টি এবং ৪২ আসন বিশিষ্ট ০৪টি)। আরও ০৩টি ৫০ আসন বিশিষ্ট উন্নত ও আধুনিককতর মডেলের ওয়াটার ট্যাক্সি সংযোজন করা প্রয়োজন করা প্রয়োজন।

ঘ) <u>প্যাডেল বোট চালু করণঃ</u> প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, হাতিরঝিলের পর্যটকদের বিনোদনের সুবিধার্থে পরীক্ষামূলক ভাবে প্যাডেল বোট চালু করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট ঘেরাওকৃত স্থানে এ বোট সমূহ স্বল্প পরিসলে চলাচল করা যা ওয়াটার ট্যাক্সি চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করে না। জনসাধারণের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এই প্যাডেল বোট সমূহ

		নিয়মিতভাবে চালু করা প্রয়োজন। প্যাডেল বোটের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নরূপঃ প্যাডেল বোট এর সংখ্যা- ২০টি ভাড়াঃ ৩০মিনিট- ১৫০ টাকা ৬০মিনিট-২৫০ টাকা মাসিক ভাড়ার পরিমান নিম্নরূপে নিধারণ করা যেতে পারেঃ প্রতি বোটের প্রতি ট্রিপে গড় আয় = (২৫০+১৫০)/২ = ২০০ টাকা দৈনিক আনুমানিক ট্রিপ সংখ্যা (প্রতি বোট) = ০৩টি প্রতি বোটে দৈনিক আয় = ২০০*৩ = ৬০০ টাকা প্রতি বোটে মাসিক আয় = ৬০০*২৫ = ১৫,০০০ টাকা মাসিক ভাড়ার পরিমান (প্রতি বোট) = মাসিক আয় এর ১০% = ১৫,০০০*১০% = ১,৫০০ টাকা। বর্তমান হিসেবে ২০টি বোটের সর্বমোট মাসিক ভাড়া = ১৫০০*২০ = ৩০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে বোটের সংখ্যা কর্তপক্ষের সিদ্ধান্ড় মোতাবেক হ্রাস/বৃদ্ধি করা হলে উপরোক্ত পন্থায় মাসিক প্রদেয় বাড়া নির্ধারণ করা যেতে পারে।	
		ঙ) ওয়াটার ট্যাক্সিও সংখ্যা বৃদ্ধি করণঃ প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, বর্তমানে তেজগাঁও ও বাড্ডা এলাকায় ০২টি ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল চালু রয়েছে। কিন্তু ওয়াটার ট্যাক্সি বর্তমানে একটি নিয়মিত যাতায়াত মাধ্যমে পরিনত হয়েছে এবং দৈনিক যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে পুলিশ পণ্ঢাজা ও রামপুরা এলাকায় আরও দুটি ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল স্থাপন করা প্রয়োজন। **চ) অফপিক আওয়ারে স্বল্প দূরত্বে যাত্রী পরিবহনের জন্য ছোট বোট চালু করণঃ** প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, ওয়াটার ট্যাক্সি সমূহে পিক আওয়ারে যেমন সকালে অফিস গমনকালীন ও বিকাল/সন্ধ্যায় অফিস ফেরৎকালীন সময়ে যাত্রী সংখ্যা বেশি থাকে এবং অফপিক আওয়ারে অর্থাৎ দিনের মধ্যভাগে যাত্রী সংখ্যা বেশি কম থাকে। এর ফলে টিপ্র এর সময়সূচী ডাশ রাখতে গিয়ে অতি অল্প সংখ্যক যাত্রী নিয়েই ট্রিপ দিতে হয়, যা ওয়াটার ট্যাক্সি'র জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সাথে সাশ্রয়ী হয় না। এমতাবস্থায় অফপিক আয়ারে স্বল্প সিটের (১৫-২০ সিট) ছোট চালু করা হলে তা যেমন যাত্রীদের চাহিদা মেটাবে, তেমনি উক্ত অফপিক আওয়ারে বড় বোটসমূহ রক্ষনাবেক্ষণ রকা সম্ভব হবে যা বোট সমূহের স্থায়ীত্বকাল বাড়াবে। এমতাবস্থায় ০৫টি ছোট বোট অফপিক আওয়ারে পরিচালনের অনুমতি প্রয়োজন। বোট সমূহের মাসিক ভাড়া পূর্ববর্তী সভার অনুমোদন মোতাবেক সিট সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে যা চুক্তিপত্রে অন্ড়র্ভুক্ত থাকবে। **ছ) ওয়াটার ট্যাক্সি টার্মিনাল সংলগ্ন সুভিনিয়রশপ ও বোটের ভাড়ার কাঠামো প্রথকীকরণঃ** প্রকল্প কর্মকর্তা (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড জানান যে, ওয়াটার ট্যাক্সি চালুর প্রাথমিক পর্যায়ে তেজগাঁও বাড্ডা ট্যাক্সি টার্মিনাল দুটির স্থাপনার সাথে নির্মিত শপ দুটি স্বল্প পরিসরে সুভেনির শপ হিসেবে ওয়াটার ট্যাক্সি প্রতি সিটের ভাড়ার সাথে একত্রে সমন্বয় করে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও আগত দর্শনার্থীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে উক্ত স্যুভেনির শপদ্বয়ের পরিধিও সেবা উভয়ই ব্যাপকবাবে বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং বর্তমানে সুভেনিয়র শপ এর পাশাপাশি ফুড পয়েন্ট হিসেবেও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত শপদ্বয়ের ভাড়ার কাঠামো ওয়াটার ট্যাক্সিও ভাড়ার কাঠামো হতে পৃথক করে বিশেষায়িত স্থায়ী ফুড কিওস্ক হিসেবে অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

<u>জ) চক্রাকার বাস সার্ভিস এর বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করণঃ</u> প্রকল্প কর্মকর্তা (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) জানান যে,চক্রাকার বাস সার্ভিস বর্তমানে অত্যন্ড় জনপ্রিয় ও নিয়মিত পরিবহন হিসেবে জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদার তুলনায় বর্তমানে চলমান ০৮টি চক্রাকার বাস যথেষ্ট হচ্ছে না। এর সুযোগে বিভিন্ন ফিটনেস বিহীনর ভাড়ায় চালিত মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, মটর সাইকেল ও সিএনজি অবৈধ ভাবে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন করছে। এর ফলে হাতিরঝিলের ট্রাফিক সমস্যা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ড় সমস্যা বিবেচনায় চক্রাকার বাস সার্ভিস এর বাসের সংখ্যা নিম্নরূপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
<table>
<tr><td></td><td>এসি</td><td>ননএসি</td><td>মোট</td></tr>
<tr><td>বর্তমান সংখ্যা</td><td>২</td><td>৬</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>বৃদ্ধি প্রয়োজন</td><td>২</td><td>৪</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪</td><td>১০</td><td>১৪</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>ঝ) মগবাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন জায়গা ভাড়ার বিনিময় ব্যবহারের অনুমতি প্রসঙ্গেঃ</u> প্রকল্প কর্মকর্তা (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) জানান যে, মগবাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন এস কে টাওয়ার পার্শ্ববর্তী জায়গাটি বোট রক্ষনাবেক্ষণ ও এ সংক্রোন্ড় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আব্দুল করিম লিঃ কে মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা প্রয়োজন।
<u>ঞ) Security, Traffic Cleaning এবং Cleaning ও Gardening এর জনবল বৃদ্ধি সংক্রান্ড় আলোচনাঃ</u> প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, হাতিরঝিলের রাস্ড় ব্যবহারকারী গাড়ীর সংখ্যা, আগত দর্শনার্থী, ভ্রমনকারীর সংখ্যা ক্রমাগত উর্দ্ধহাওে বাড়ছে। এর ফলে ময়লা আবর্জনাও বেশি হচ্ছে এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায়, Security, Traffic Cleaning এবং Cleaning ও Cleaning এর জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন ও এক্সিথিয়েটার লীজ দ্রুত বাস্ড়বায়ন প্রসঙ্গে।</td><td>প্রকল্প পরিচালক (রাজউক) জানান যে, ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন দরপত্র গ্রহণের তারিখ যথাক্রমে, ২৬/০৯/২০১৭, ০৩/১০/২০১৭ ও ০৯/১০/২০১৭ তারিখ।</td><td>লীজ কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ড় লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>হাতিরঝিল প্রকল্পের লেকে বিদ্যমান মসজিদ স্থানান্ড়র প্রসঙ্গে।</td><td>প্রকল্প পরিচালক (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) জানান যে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে মসজিদ স্থানান্ড়রের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী একটি জায়গা সমঝোতার ভিত্তিতে মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।</td><td>দ্রুত মসজিদ স্থানান্ড়রের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</td></tr>
</table>

০৭	হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে জনবল কাঠামো গঠন প্রসঙ্গে।	প্রকল্প পরিচালক, রাজউক জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) কতৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত সময়ের পর প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে তার একটা কর্মপরিবল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দ্রুত জনবল কাঠামো গঠনসহ বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা অতীব জরুরী। অন্যথায় হাতিরঝিল প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাহত হবে।	এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ষ্টিয়ারিং কমিটি সবায় আলোচনার জন্য মন্ত্রণালয়কে সভা আহ্বানের জন্য পত্র প্রদান করতে হবে।
০৮	বিবিধ	**ক)** প্রকল্প পরিচালক (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) জানিনা যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সেনা প্রধান মহোদয় অবহিত আছেন। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যৌথভাবে রাজউক এর সাথে কাজ করার বিষয়ে সেনা প্রধান মহোদয় সম্মত আছেন। এছাড়া জানান যে, প্রকল্পের নতুন নতুন উপকাত সৃষ্টি হচ্ছে। আয়ের পথ বৃদ্ধি করতে হবে। আয় বৃদ্ধি হলে প্রকল্পের রক্ষনাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাব সম্পন্ন হবে। হাতিরঝিল প্রকল্পের আর্মি ক্যাম্পসহ পার্শ্ববর্তী আরও কিছু জায়গা নিয়ে "অপেরা হাউজ" নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত জায়গায় "হাতিরঝিল থানা" করার প্রস্তাবনা রয়েছে। এছাড়া আরও জানান যে, হাতিরঝিল লেকের পানির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সোনারগাঁও হোটেলের পিছনে পান্থপথ বক্স কালভার্ট Upstream এ Sepatation of Storm & Sanitary Sewer পাইপ লাইনের কাজ চলমান রয়েছে। হাতিরঝিল লেকের পানি বর্তমান অবস্থা পরীক্ষাগারে প্রেরন করা হয়েছে। প্রাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।	**ক)** হাতিরঝিল প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পনেরনর লক্ষ্যে সকলকে যৌথবাবে সমন্বয় পূর্বক একসাথে কাজ করতে হবে। **খ)** হাতিরঝিল লেকের পানি দূষণমুক্ত করণের লক্ষ্যে (২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।
		খ) সভার সভাপতি জানান যে, হাতিরঝিল প্রকল্পের Operation & Maintenance এবং Management Body তৈরির মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে (নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে) একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা যেতে পারে।	হাতিরঝিল প্রকল্পের Operation & Maintenance এবং Management Body তৈরির লক্ষ্যে একটি ডিপিপি রাজউক এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২৪ ইঞ্জিনিয়অর কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড) এর সমন্বয়ে প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ , ঢাকা।

৭.২। <u>আলোচনাঃ</u>

গত ২০/০৯/২০১৭খ্রিঃ তারিখে মহানগর আর্মিক্যাম্পের সভাকক্ষে চেয়ারম্যান, রাজউক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় হাতিরঝিল প্রকল্পের সকল রক্ষনাবেক্ষণ, ক্লিনিং/নিরাপত্তা/গার্ডেনিং সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বাস্তবায়নে প্রকল্পের আয় থেকে নির্বাহের লক্ষ্যে চলমান বিভিন্ন Earning Facilities এর মধ্যে বাস্তব পরিস্থিতি ও বিভিন্ন প্রযোজনীয়তার নিরীখে মালিকানা পরিবর্তন/অন্তর্ভুক্ত, স্থান পরিবর্তন এবং চক্রাকার বাস সার্ভিস পাবরিক টয়লেট, ওয়াটার

ট্যাক্সি, প্যাডেল বোট ইত্যাদিও সংখ্যা বৃদ্ধি /মডেল পরিবর্তনের বিষয়ে গৃহীত প্রস্ড়বনা সম্বলিত কার্যবিবরণী কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপন করা হলে সভায় উপস্থিত সদস্য-পর্ষদ আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেঃ

৭.৩। সিদ্ধান্ড়

"বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে গত ২০/০৯/২০১৭খ্রিঃ তারিখ চেয়ারম্যান রাজউক মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহানগর আর্মিক্যাম্পের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে উলেণ্ডখিত প্রস্ড়বনা সমূহ অনুমোদনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হলো।

৭.৪। বাস্ড়বায়নেঃ

উন্নয়ন শাখা।

৮। **বিষয়ঃ রাজউক ভবনে বিদ্যমান ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রটি উন্নতিকরন করে নতুন ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং সহ আনুসাঙ্গিক কাজের সময় বর্ধিতকরণ।**

৮.১। কার্যপত্রের বিবরণঃ

১) **কাজের নামঃ**- রাজউক ভবনে বিদ্যমান ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রটি উন্নতিকরন করে নতুন ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং সহ আনুসাঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।
২) কাজের লোকেশন/অবস্থানগত বর্ণনাঃ- রাজউক ভবন, দিলকুশা, ঢাকা-১০০০
৩) কাজের সময় বর্ধিত করণের প্রয়োজনীয়তাঃ- রাজউক ভবনে বিদ্যামান ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রটি উন্নতকরন করে নতুন ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরবরাহ।

২১.৩। সিদ্ধান্ড়

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে জনাব জসীম উদ্দিন আহমেদ এর নামে বরাদ্দকৃত ৫ (পাঁচ) কাঠা আয়তনের পণ্টটি বহাল রেখে একই প্রকল্পের তার স্ত্রী সাহানা করিম, স্বামী-জসীম উদ্দিন আহমেদ এর নামে বরাদ্দকৃত ০৩ (তিন) কাঠা আয়তনের ২৯-১২৪সি-০০৯ নং পণ্টটি বাতিল পূর্বক উক্ত পণ্টের বিপরীতে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হলো।

২১.৪। বাস্ড়বায়নেঃ

এস্টেট ও ভূমি শাখা।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট
(মোঃ আব্দুর রহমান)
চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
তারিখঃ ১২.১২.২০১৭

স্মারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০০৭.০৬.০০১.১৬-৫৩৮ স্থাঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ

সচিব
১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ড় সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী (বাস্ড়বায়ন)
রাজউক, ঢাকা।

(সকল সদস্য, শাখা/বিভাগীয় প্রধান রাজউক, ঢাকা)।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
১২.১২.১৭
(সুশান্ত চাকমা)
সচিব
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২১.০৬.২০২১ তারিখের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক রীট পিটিশন নং ১১৪৫৫/২০১৮ শুনানীকালে তথ্য তলব প্রসঙ্গের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-5

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা।

স্মারক নং-২৫.৩৯.০০০০.১৪২.২৬.০০৫.১৫ তাং-২১.০৬.২০২১

বিষয়ঃ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রীট পিটিশন নং-১১৪৫৫/২০১৮ শুনানীকালে তথ্য তলব প্রসঙ্গে। হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ =বনাম= রাজউক গং এর চাহিত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রীট পিটিশন নং ১১৪৫৫/২০১৮ শুনানীকালে তথ্য তলব প্রসঙ্গে। হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ =বনাম= রাজউক গং এর চাহিত তথ্য প্রদান করা হলো।
এমতাবস্থায়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।
সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

পরিচালক(আইন)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
২১.০৬.২১
প্রকল্প পরিচালক
হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

স্মারক নং-২৫.৩৯.০০০০.১৪২.২৬.০০৫.১৫ তাং-২১.০৬.২০২১

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ
১-২। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), রাজউক, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ ইমাম হাছান, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।
৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, হাতিরঝিল প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা।
৫। লিয়াঁজো অফিসার, রাজউক, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।)

স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
২১.০৬.২০২১
প্রকল্প পরিচালক
হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

অত্র রীট পিটিশন নং-১১৪৫৫/২০১৮ শুনানীকালে চাহিত তথ্যের বিবরনঃ

ক্রমিক নং	চাহিত তথ্যাদির বিবরণ	চাহিত তথ্যাদির জবাবের বিবরণ	মন্তব্য
০১	হাতিরঝিল প্রকল্পে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে;	মোট প্রকল্পের ব্যয়ঃ টাকা ২২৩৬০২.৩৩৫ লক্ষ এর মধ্যে জিওবি ২০৮৬০২.৩৩ লক্ষ এবং জিডিসিএফ এর ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা মোট ব্যয়ঃ২২৩৬০২.২২৫ লক্ষ	
০২	প্রকল্পে খরচ হওয়া টাকা কে কত টাকা যোগান দিয়েছেন;	জিওবিঃ ২০৮৬০২.৩৩ লক্ষ টাকা জিডিসিএফ ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা	
০৩	প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ কত তারিখে কত দিন পর্যন্ত বর্ধিত	প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০০৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পটি অনুমোদিত	

	করা হয়েছে;	সর্বশেষ জুন/২০১৯ তারিখ সময়সীমা বর্ধিত করা হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পাপ্ত করা হয়।	
০৪	হাতিরঝিল প্রকল্পে আর কি কি কাজ বাকী আছে;	বিজিএমইএ ভবন ভাঙ্গার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। লেকের পানি পরিশোধন প্রকল্পটি জুন/২০২১ এ শেষ হবে।	
০৫	হাতিরঝিল প্রকল্পে আর কি কি পরিকল্পনা আছে;	আপততঃ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ব্যতিরেকে নতুন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নাই তবে আলোচ্য প্রকল্প এলাকার ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিশেষ ডিটেইল এরিয়া প্লান প্রণয়ন কাজটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	
০৬	পরিকল্পনা অনুযায়ী আর কত টাকা সম্ভাব্য খরচ রহিয়াছে;	সরকারি প্রকল্প বিধায় পানি পরিশোধন প্রকল্পের (RDPP) অনুযায়ী ৮.৭৭ কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দ প্রক্রিয়াধিন রয়েছে ২৪ জুন/২০২১ এ শেষ হবে।	
০৭	হাতিরঝিল প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষনে বর্তমানে মাসিক কত টাকা খরচ হয়;	প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য আয় থেকে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের সম্ভাব্য মাসিক আয় টাঃ ৮১,৩৫,৭১৪/৬৬ মাত্র এবং সম্ভাব্য মাসিক ব্যয় টাঃ ১,৩৯,৫৫,২৪৭/- মাত্র।	

স্বা/ অস্পষ্ট
২১.০৬.২০২১
(মোঃ আল আমিন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প,
রাজউক, ঢাকা।

স্বা/ অস্পষ্ট
২১.০৬.২০২১
(মোঃ আলমগীর হোসেন)
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প,
রাজউক, ঢাকা।

স্বা/ অস্পষ্ট
২১.০৬.২০২১
(এ, এস, এম, রায়হানুল ফেরদৌস)
প্রকল্প পরিচালক
হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প,
রাজউক, ঢাকা।

উপরিউল্লিখিত সকল চিঠিপত্র ও সভার কার্যবিবরণী পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হাতিরঝিল প্রকল্পটিতে মূল নকশা বহির্ভূতভাবে দোকান-পাট ও রেস্টুরেন্টসহ বাণিজ্যিক অবকাঠামো অনুমোদন করে বরাদ্দ প্রদান করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তুরাগ নদীর রায় (*/২০১৯ (২৭) বিএলটি (বিশেষ সংখ্যা)- ০২ ০১ এবং (২০১৯) ৭ সি.এল.আর, পাতা- ৩২৫/*) এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"প্রকৃতির আইন হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ আইন। প্রকৃতির আইনের পরিপন্থীভাবে প্রণীত পৃথিবীর সকল দেশের আইন বাতিল।

নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্র, বন, বন্য প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, জীব বৈচিত্র্য এ সব কিছু নিয়ে আমাদের ধরিত্রি। কোন মানুষ নদ-নদী, সমুদ্র, বন, বন্যপ্রাণী, সামুদ্রিক প্রানী, পাখি সৃষ্টি করে নাই। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর সকল কর্মকান্ড শ্বাশত কাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে আসছে। কোন মানুষের বানানো নিয়মে এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস পানি জলবায়ু এবং পরিবেশ চলে না।

এটি এখন বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, বায়ুমন্ডল এবং জলবায়ুকে পরিবর্তন করার অধিকার কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাই। অপরদিকে

বাংলাদেশ বায়ুমন্ডল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধের নিমিত্তে অঙ্গীকারবদ্ধ।

পরিবেশ আইন থাকা সত্ত্বেও মানবজাতি যথেচ্ছাচারভাবে প্রকৃতি তথা nature এর সকল স্থাপনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে। অথচ মানবজাতির টিকে থাকা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি তথা nature এর যে সব ধরনের আইনী অধিকার অছে তা স্বীকার করা এবং প্রকৃতি তথা nature এর সকল ধরনের আইনি অধিকারসমূহ আমাদের আইনি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। শত শত বছর যাবৎ সারা বিশ্বে বিভিন্ন বিশেষ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি (indigenous) জনগণ প্রকৃতি তথা nature কে 'প্রথাগত আইন' (customary law) এর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র হল "For every action, there is an equal and opposite reaction," অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। প্রকৃতিকে যথেচ্ছাভাবে দখল এবং দূষণ করলে প্রকৃতিও ছেড়ে কথা বলবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবজাতির বেআইনী ব্যবহার তথা অন্যায় আচরণের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি মানবজাতির উপর তাইতো সময়ে সময়ে সুনামী, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প এবং ভূমিধ্বসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রদান করে। কেউই বেআইনী ব্যবহার প্রত্যাশা করে না। প্রকৃতিও বেআইনী ব্যবহার আশা করে না। প্রকৃতি মানবজাতির কাছে আইনী ব্যবহার আশা করে এবং প্রকৃতি আইনী ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ প্রকৃতিরও আইনগত অধিকার আছে টিকে থাকার। আমরা যদি প্রকৃতির সাথে বেআইনী আচরণ করি তাহলে প্রকৃতিও আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সে তার রুদ্রমূর্তি দেখাবে যাতে আমাদের মানবজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

মানবজাতি কর্তৃক প্রণীত আইন মানার কোন বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যকতা প্রকৃতির নাই। বরং মানবজাতি অতি অবশ্য প্রকৃতির সকল প্রকার নিয়ম নীতি মেনে চলতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে 'অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হবে না'। আমরা মানবজাতি অপরাধ করব আর প্রকৃতি নিশ্চুপ থাকবে এটা আশা করা যায় না। আমরা মানবজাতি যে পরিমাণ অপরাধ করব প্রকৃতিও আমাদের সে পরিমাণ শাস্তি দিবে। সুতরাং মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে অনতিবিলম্বে প্রকৃতিকে তার যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে তথা তার আইনগত অধিকার প্রদান করতে হবে।

প্রকৃতির আইনগত অধিকার স্বীকার করে আমরা প্রকৃতিকে কোন দয়া করছিনা বরং আমরা মানবজাতি নিজেদের রক্ষা করছি মাত্র। যত দ্রুত প্রকৃতির আইনগত অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হবে ততই মানবজাতির জন্য মঙ্গল।

পরিবেশকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ একটি শক্তিশালী আইনী হাতিয়ার। পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সংজ্ঞায়িত করা সম্ভবও নয় যৌক্তিকও নয়; কারণ অনাগত ভবিষ্যতে আদালত কর্তৃক নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এবং সংসদ কর্তৃক নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এটি বিস্তারলাভ করবে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা হয় জনসাধারণের প্রয়োজনে। এর মাধ্যমে যে সব সম্পত্তিতে জনগণের স্বার্থ আছে সেসব সম্পত্তির কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ তথা দেখভাল এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তিত হয়। সম্পত্তি হস্তান্তর দ্বারা রাষ্ট্র জনগণের সেই অধিকার পরিত্যক্ত করতে পারবে না- এটি এই নীতির অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, ঝিল, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস এর গুরুত্ব মানুষের জন্য তথা মানবজাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এসব সম্পদকে ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের পরিপন্থী। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, বন এবং বাতাস প্রকৃতি প্রদত্ত উপহার, প্রকৃতি প্রদত্ত আশির্বাদ। এসবকে অবশ্যই সকলের বাধাহীন ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। এ সকল সম্পত্তি হয় সকলের, নয়তো কারো নয়।

রাষ্ট্র হচ্ছে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণীর ন্যাস রক্ষক তথা ট্রাষ্টি (Trustee) । এখানে জনগণ হল আমানতকারী এবং রাষ্ট্র হল আমানত গ্রহীতা। রাষ্ট্র কোন অবস্থায়ই জনগণের আমানত খেয়ানত করবে না।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, (নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণী ইত্যাদি) সকল কিছু জনগণ কর্তৃক ব্যবহার ও উপভোগ করার জন্য এবং তা প্রকৃতি দ্বারা স্থিরকৃত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হল সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ট্রাষ্টি (Trustee) বা ন্যাস রক্ষক। ট্রাষ্টি (Trustee) হিসেবে রাষ্ট্রের আইনগত দায়িত্ব হল সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। যেহেতু

প্রাকৃতিক সম্পদ জনগণের ব্যবহারের জন্য স্থিরকৃত সেহেতু এটি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরির্তন বা কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যায় না।

পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ রাষ্ট্রের উপর এরূপ দায়িত্ব অর্পন করে যে, পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি যেন কোনভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা না হয়।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস সাধারণ জনগণের মুক্ত এবং বাধাহীন ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা করবেন। এখানে রাষ্ট্র অছি বা ***ন্যাসরক্ষক বা ট্রাষ্ট্রি (trustee)*** *হিসেবে তথা আইনসম্মত রক্ষাকারী বা পরিচালক হিসেবে উক্ত পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, উন্মুক্ত জলাভূমি, বন, পাহাড়-পর্বত, টিলা ও বন্যপ্রাণী ইত্যাদি পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির রক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নয়ন করবেন। এখানে জনগণ পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি গচ্ছিত প্রদানকারী।*

বিনামূল্যে এবং বাধাহীনভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পদ সংরক্ষিত। আদালতের কর্তব্য হল উক্ত পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ যেন কোন ব্যক্তি কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরকার কর্তৃক কোনরূপ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা না হয় তার দেখভাল করা।

সংবিধান, পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বঃ

যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ আমাদের সংবিধানের অংশ সেহেতু নির্বাহী কর্তৃপক্ষ পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ অনুসরণ করে তার সকল কার্য করবে। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের নিমিত্ত কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করবে না।

প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পদ (Public Trust Property) রক্ষণ এবং সংরক্ষণ সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আইনগত দায়িত্বঃ

সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে মনে রাখতে হবে যে, তারা জনগণ কর্তৃক নিয়োগকৃত। আর জনগণ এ নিয়োগ তাকে দিয়েছে সরকারের সহায়তার মাধ্যমে। সুতরাং সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনগণের সম্পদের দেখভাল করতে বাধ্য এবং এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে জনগণের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। জনগণ এ কৈফিয়ত সরকারের মাধ্যমে, আদালতের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি আদায় করতে সকল সময়ে অধিকারী। **”**

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(ক) বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

"[**১৮ক।** রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, **জলাভূমি,** বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।]"

"[**18A.** The State shall endeavour to protect and improve the environment and to preserve and safeguard the natural resources, biodiversity, **wetlands,** forests and wild life for the present and future citizens.]"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় **মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬নং আইন) অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

৫। এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন উদ্যানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এইরূপে উহার বৃক্ষরাজি নিধনকে উদ্যানটির শ্রেণী পরিবর্তনরূপে গণ্য করা হইবে।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

২২। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, নির্বাহী কমিটির নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে,

(ক) কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় সুপেয় পানির উৎস হিসাবে কোন দীঘি, পুকুর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন, বা

(খ) অতিথি পাখির নিরাপদ অবস্থান, অবাধ বিচরণ এবং অভয়াশ্রম নিশ্চিত করিবার জন্য কোন হাওর, বাঁওর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন,-

তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি, সীমানা নির্ধারণ করিয়া, সুপেয় পানির উৎস হিসাবে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য উহার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ জলাধারের মৌজা ম্যাপ ও দাগ নম্বর উল্লেখ করিয়া উহার সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) জলাধারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক মোতাবেক বাংলাদেশের সকল লেক (Lake) সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

"তুরাগ নদী" মামলা খ্যাত রীট পিটিশন নং- ১৩৯৮৯/২০১৬। (হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য) [২০১৯ (২৭) বিএলটি (বিশেষ সংখ্যা)-০২ ০১ এবং (২০১৯) ৭ সি.এল.আর, পাতা-৩২৫] মোতাবেক পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল,ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ

আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬নং আইন) এর ধারা ৫ মোতাবেক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না।

"রামশার কনভেনশন" চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ তাঁর অভ্যন্তরের সকল জলাভূমির **(Wetlands)** তালিকা প্রস্তুত করে উক্ত জলাভূমিসমূহ রামশার কনভেনশনের তালিকাভূক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং বিচক্ষণ ব্যবহার **(wise use)** করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট অঙ্গিকারাবদ্ধ।

অর্থাৎ সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৮ক, তুরাগ নদীর রায় এবং রামশার কনভেনশন মোতাবেক প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওড়, বাওড়, নালা, ঝিল, ঝিরি, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস দূষণ করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তথা দোকান-পাট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, চা-কফির দোকান করা যাবে না।

এটি এখন সর্বজন স্বীকৃত যে, **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যোপযোগী পানি, ফসলাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পানি তেলের চেয়েও মূল্যবান। কারণ জ্বালানী তেল বা জীবাশ্ম, জ্বালানী **(Fossil Fuel)** ছাড়া মানবজাতি চলতে পারবে। কিন্তু **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যোপযোগী পানি ছাড়া মানবজাতি, প্রাণীকুল, জীবজগৎ একমুহূর্ত চলতে পারবে না।

এটা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, সবচেয়ে বেশী মূল্যবান সম্পত্তি হল **Fresh Water** বা সুপেয় পানি বা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী পানি, ফসলাদি উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পানি। সুতরাং কোন ভাবেই **Fresh Water** বা সুপেয় পানি যা পানযোগ্য পানি বা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী পানি বা সুপেয় পানির দূষণ করে কোন বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি করা যাবে না।

পৃথিবী একটাই। তেমনি ০.৫% ব্যবহার যোগ্য পানি **(Fresh Water)** ছাড়া আর কোন পানি নাই। এ পানি শেষ হয়ে গেলে আর পানি পাবার সুযোগ নেই। অন্য কোন পৃথিবী নাই যেখান থেকে পানি এনে জরুরী অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে। ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে বিজ্ঞানীরা ১ ফোটা পানিও অন্য কোন গ্রহ থেকে আনতে সক্ষম হন নাই।

ডিসেম্বর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত চীফ সিয়াটলের বিখ্যাত বক্তব্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"Chief Seattle's

LETTER TO ALL

Chief Seattle (more correctly known as Seathl) was a Susquamish chief who lived on the islands of the Puget Sound. As a young warrier, Chief Seattle was known for his courage, daring and leadership. He gained control of six of the local tribes and continued the friendly relations with the local whites that had been established by his father. His now famous speech was believed to have been given in December, 1854. There are several versions of his letter; the following was provided by Barefoot Bob.

Chief Seattle's Letter

"The President in Washington sends word that he wishes to buy our land. But how can you buy or sell the sky? the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them?

Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every meadow, every humming insect. All are holy in the memory and experience of my people.

We know the sap which courses through the trees as we know the blood that courses through our veins. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters. The bear, the deer, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the

dew in the meadow, the body heat of the pony, and man all belong to the same family.

The shining water that moves in the streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, you must remember that it is sacred. Each glossy reflection in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water's murmur is the voice of my father's father.

The rivers are our brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness that you would give any brother.

If we sell you our land, remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all the life that it supports. The wind that gave our grandfather his first breath also received his last sigh. The wind also gives our children the spirit of life. So if we sell our land, you must keep it apart and sacred, as a place where man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow flowers.

Will you teach your children what we have taught our children? That the earth is our mother? What befalls the earth befalls all the sons of the earth.

This we know: the earth does not belong to man, man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us all. Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself.

One thing we know: our God is also your God. The earth is precious to him and to harm the earth is to heap contempt on its creator.

Your destiny is a mystery to us. What will happen when the buffalo are all slaughtered? The wild horses

tamed? What will happen when the secret corners of the forest are heavy with the scent of many men and the view of the ripe hills is blotted with talking wires? Where will the thicket be? Gone! Where will the eagle be? Gone! And what is to say goodbye to the swift pony and then hunt? The end of living and the beginning of survival.

When the last red man has vanished with this wilderness, and his memory is only the shadow of a cloud moving across the prairie, will these shores and forests still be here? Will there be any of the spirit of my people left?

We love this earth as a newborn loves its mother's heartbeat. So, if we sell you our land, love it as we have loved it. Care for it, as we have cared for it. Hold in your mind the memory of the land as it is when you receive it. Preserve the land for all children, and love it, as God loves us.

As we are part of the land, you too are part of the land. This earth is precious to us. It is also precious to you.

One thing we know - there is only one God. No man, be he Red man or White man, can be apart. We ARE all brothers after all."

প্রতিটি ফোটা পানি অতি মূল্যবান। পানির চেয়ে তথা সুপেয় পানির চেয়ে মূল্যবান আর কোন সম্পদ এ পৃথিবীতে নাই। সুতরাং, প্রতিটি ফোটা পানির দূষণ প্রতিরোধ একান্ত আবশ্যক।

There is no 'planet B' । দ্বিতীয় কোন পৃথিবী নেই। এ পৃথিবী ব্যতিত আর কোন গ্রহে পানির কোন অস্তিত্ব পৃথিবীর পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে এক ফোটা পানি এ পৃথিবীর বাহির থেকে আনতে সক্ষম হয় নাই। অথচ উক্ত খরচের শত ভাগের এক ভাগ টাকা খরচ করলে আমরা আমাদের গ্রহের পানিকে দূষণ মুক্ত ব্যবহার যোগ্য রাখতে সক্ষম।

হাতিরঝিলের পানি এবং এর নজরকাড়া সৌন্দর্য্য অমূল্য সম্পদ। এ অমূল্য সম্পদকে কোনরূপ ধ্বংস বা ক্ষতি করা যাবে না।

যেহেতু পৃথীবির উপরিভাগের ৭১% পানি দ্বারা আবৃত থাকলেও উহার মাত্র ৩% **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানি; যেহেতু পৃথীবির ৯৭% পানি সমুদ্রের যা লবনাক্ততার কারণে যেমনি পানযোগ্য নয় তেমনি ফসল উৎপাদনেও ব্যবহারযোগ্য নয়। যেহেতু পৃথীবির ৩% **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানির মধ্য হতে ২.৫% পানি মাটি, বায়ুমন্ডল, গ্লাসিয়ার **(Glaciers)** এবং পোলার আইস ক্যাপ **(polar ice caps)-**এ আবদ্ধ থাকার কারণে, চরম দূষিত থাকার কারণে এবং মাটির অনেক গভীরে থাকার কারণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; যেহেতু পৃথীবির ৩% **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানির মধ্য হতে মাত্র ০.৫% সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনধারন ও ব্যবহারের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য মজুদ আছে। যেহেতু পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এবং প্রাণীকুল ও ফসলাদির উৎপাদন যতই বাড়ানো হোক না কেন **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানি ঐ ০.৫% নির্ধারিত; এবং যেহেতু ০.৫% এর উপর **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানি বাড়ানোর কোন উপায় নাই এবং যেহেতু এই ০.৫% **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দীঘি, মাটির নীচে **(Ground Water)** এবং সকল প্রকার জলাভূমি **(Wetlands)** এ অবস্থিত; এবং যেহেতু **Fresh Water** তথা ব্যবহারযোগ্য পানির উপরিল্লিখিত ০.৫% যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার মানব জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য এবং সেহেতু সকল জলাভূমি **(Wetlands)**, লেক **(Lake)** এবং ঝিল সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য; এবং যেহেতু প্রতিপক্ষগণ বেআইনীভাবে হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকায় রেস্টুরেন্ট, দোকান-পাট তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রদান করে হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকার মূল্যবান সুপেয় পানি এবং এর উপরিস্থিত ও পারিপার্শ্বিক নান্দনিক সৌন্দর্য দূষণ এবং নষ্ট করছে, সেহেতু, অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত করা হলো।

হাতিরঝিলের পানি এবং এর নান্দনিক সৌন্দর্য মহামূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি হেতু এর রক্ষণ-সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন আইনানুসারে প্রতিবাদীপক্ষগণের করণীয় কার্য হেতু উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আমরা, অতঃপর, নিম্নেবর্ণিত আদেশ, নির্দেশ এবং পরামর্শ প্রদান করলামঃ**

১। সংবিধান, পরিবেশ আইন, পানি আইন এবং '*তুরাগ নদী* ' রায় মোতাবেক রাজধানী ঢাকার ফুসফুস বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকা যা "হাতিরঝিল" নামে পরিচিত পাবলিক ট্রাস্ট প্রপার্টি (Public Trust Property) তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি।

২। "হাতিরঝিল" এলাকায় হোটেল, রেস্টুরেন্টসহ সকল প্রকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ এবং নির্মাণ সংবিধান, পরিবেশ আইন, পানি আইন এবং তুরাগ নদীর রায় অনুযায়ী বেআইনী এবং অবৈধ।

৩। "হাতিরঝিল" প্রকল্প এলাকায় বরাদ্দকৃত সকল হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত মর্মে এসব বরাদ্দ বাতিল ঘোষণা করা হলো।

৪। অত্র রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির পরবর্তী ৬০ দিনে মধ্যে সকল হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

পরামর্শ সমূহ

১। হাতিরঝিল এবং বেগুনবাড়ি সম্পূর্ণ প্রকল্পটি সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং পরিচালনার নিমিত্তে একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ তথা **"হাতিরঝিল লেক সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ"** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সরাসরি অধীন গঠন করা।

২। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রকৌশল বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর **২৪**তম ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড-কে যৌথভাবে হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকার স্থায়ী পরামর্শক নিয়োগ করা।

৩। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মাটির নিচে আন্তর্জাতিক মানের টয়লেট স্থাপন করা।

৪। নির্ধারিত দুরত্বে বিনামুল্যে সকল জনসাধারণের জন্য পান করার পানির ব্যবস্থা করা।

৫। পায়ে চলার রাস্তা, বাইসাইকেল লেন এবং শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক লেন তৈরী করা।

৬। পানির জন্য ক্ষতিকর হেতু লেকে সকল প্রকার যান্ত্রিক যান তথা ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৭। লেকে মাছের অভয়ারণ্য করা।

৮। হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ি প্রকল্পটি বাংলাদেশের প্রথম বাঙ্গালী বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর নামে নামকরণ করা।

৯। হাতিরঝিল এবং বেগুনবাড়ি সম্পূর্ণ প্রকল্পটি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনার ব্যয় রেভিনিউ বাজেট থেকে বরাদ্দ করা।

অত্র রীট মোকদ্দমাটি একটি <u>চলমান আদেশ ***(Continuing Mandamus)***</u> হিসেবে অব্যাহত থাকবে।

দরখাস্তকারী হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ-কে হাতিরঝিল রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

হাতিরঝিল এবং পরিবেশ রক্ষায় সকল প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে ব্যাপক প্রচারণা এবং সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছে তাঁদের সকলকে অভিনন্দন।

অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সকল পক্ষকে দ্রুত অবহিত করা হোক।

<u>বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল</u>

আমি একমত